হিতৈষণা-গ্রন্থাবলী—২০

ওপারে।

জনৈক যাত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত
এবং
শ্রী———কর্ত্তৃক লিখিত

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে
৫৫নং আপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা
মুদ্রিত ও প্রাপ্তব্য।

 [মূল্য ৷৷৹ বার আনা মাত্র

গ্রন্থ প্রকাশ দিবস।

৫০২২ কলিগতাব্দে ১৮৪৩ শকে ১৩২৮ সালে সিংহ
রাশিস্থ ভাস্করে ভাদ্রমাসে ত্রিংশৎ দিবসে বৃহস্পতি-
বারে শুভপুণ্যাহ শুক্ল-ত্রয়োদশী তিথিতে
শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রকাশিত
হইল।

গ্রন্থ-নিবেদন।

সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে যিনি চিরসহায়,
ইহলোকে পরলোকে যিনি চিরসঙ্গী,
জীবনে মরণে যিনি চিরবন্ধু
তাঁহাকেই ইহা নিবেদন
করিলাম।

লেখকের নিবেদন।

কোন সুদূর পল্লীগ্রামে এক ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি "পরলোকযাত্রী" বলিয়া নিজের পরিচয় দেন। কিছু ঘনিষ্ঠতা হইবার পর তিনি আমার নিকট তাঁহার "পর-লোকযাত্রার" কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কি প্রকারে তিনি অর্দ্ধ-অজ্ঞান অবস্থায় নিজের শরীরকে ইহলোকে ফেলিয়া রাখিয়া লোক-লোকান্তরে ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন, আগাগোড়া সমস্তই বর্ণনা করিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। তিনি চলিয়া গেলে আমি সদ্যসদ্য সেই বর্ণনাগুলি যথাসম্ভব তাঁহারই ভাষায় লিখিয়া ফেলিলাম। গ্রন্থের সত্যমিথ্যা যাহা কিছু, তাহা তাঁহারই। তবে

আমার বক্তব্য এইটুকু যে, পরলোকযাত্রীর উক্তির সহিত উপনিষদের অনেক উক্তির মিল আছে, আবার মিল নাই-ও। উপনিষদ যাঁহারা পড়িয়াছেন, মিল খুঁজিয়া পাইতে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হইবে না। একটী প্রধান অমিল দেখি এই যে, উপনিষদে আছে চন্দ্রলোকের পর ব্রহ্মলোক; পরলোকযাত্রী বলেন, সূর্য্য-লোকের পর ব্রহ্মলোক। একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখি এই যে, চন্দ্রলোক মৃত অর্থাৎ জীবনিবাসের অযোগ্য বলিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের স্বীকৃত ছিল। কিন্তু পরলোকযাত্রী বলের সহিত বলিয়াছেন যে, চন্দ্রলোক জীবের আবাসভূমি। গ্রন্থখানি যখন অনেক দূর মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, তখন চন্দ্রলোক যে জীবের আবাসযোগ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে, এমন কি, মঙ্গলগ্রহ অপেক্ষা চন্দ্রেরই

পক্ষে জীবের আবাসযোগ্য হওয়া অধিকতর সম্ভব, সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি জ্যোতির্বেত্তা ফ্ল্যামারিয়ঁর এই উক্তিকে পরলোকযাত্রীর উক্তি আশ্চর্য্যরূপ সমর্থন করিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে এই সমর্থন দেখিয়া অবধি তাঁহার কথার উপর আমার গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। যাঁহার উক্তি, তিনিই একমাত্র স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন যে গ্রন্থের সমস্ত অথবা কতটা অংশ তাঁহার অনুভূতি, কতটা অংশই বা রূপক—যদি কোন অংশ রূপক হয়—এবং কোন অংশ কল্পিত হইলেই বা কতটা অংশ কল্পনা। পাঠকগণের যাঁহার ইচ্ছা যতটুকু বিশ্বাস করিতে, তিনি ততটুকুই সত্য বলিয়া এবং অবশিষ্ট অংশ কল্পনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন।

বিষয়-সূচী।

ওপারে—

ওপারে।

১। মুখবন্ধ।

ইহলোকে ও পরলোকে—এপারে ও ওপারে যাঁহার স্নেহ-হস্ত প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি, তাঁহারই উদ্দেশ্যে বারবার নমস্কার করিয়া আমার ওপারে যাত্রার কথা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার উপর আস্থা রাখা না-রাখা পাঠকের ইচ্ছা।

২। যাত্রার আয়োজন।

এলোকে সকলেই বলিল যে, আমার দেহ সম্পূর্ণ বিকল হইয়া পড়িয়াছে। আত্মীয়স্বজন সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন যে, আমাকে পরলোকে বা ওপারে যাইতে হইবে—সম্পূর্ণ বিকল দেহ মেরামত করিবার বা বদলাইয়া নূতন দেহ দিবার কারখানা নাকি এলোকে নাই। আমারও ভিতরে ভিতরে খুবই আনন্দ হইতে লাগিল যে, এই সূত্রে যে ব্রহ্মলোকের এত প্রশংসা শুনিয়া আসিয়াছি সেই ব্রহ্মলোক

দেখিয়া আসির। আমার বড় ইচ্ছা ছিল যে, পূর্ব্বেকার ঋষি-মুনি-দেবতাদিগের মত সশরীরে অর্থাৎ এলোকের শরীরেই ব্রহ্মলোক ঘুরিয়া আসি। কিন্তু প্রথমেই সংবাদ আসিল যে, এলোকের স্থূল দেহবস্ত্র পরিধান করিয়া ও-লোকে যাওয়া যাইবে না। কে যে এই সংবাদ আনিয়া দিল তাহা কেহই বলিতে পারিল না; কিন্তু সেই সংবাদটী আমিও শুনিলাম, আর আমার আত্মীয়স্বজনেরাও তাহা শুনিলেন। তখন আমার মনে বেশ একটা আন্দোলন চলিতে লাগিল যে, এই দেহবস্ত্র যদি ছাড়িতেই হয়, তবে আবার কোন্ বস্ত্র পরিয়া ওলোকে যাইব? আমার মত আত্মীয়-স্বজনদেরও মনে সে বিষয়ে খুবই আন্দোলন চলিতে লাগিল। আমি শুনিয়াছিলাম যে, সোনা-রূপার বেশী ঝাঁকজমকে ভরা পোষাক পরিলে না-কি

ওপারের দেশ-দেশান্তে সহজে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার অধিকারই হয় না; এমন কি, বেশী ভারী পোষাক পরিয়া গেলে পথি-মধ্যে যে সমস্ত বড় বড় নদ-নদী প্রথমেই পাওয়া যায়, সে গুলি পার হইবার সময় কোনটী-না-কোনটীর স্রোতে ডুবিয়া মরিবার সম্ভাবনা থাকে। আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমার সোনা-রূপার পোষাকে প্রয়োজন কি? আমি চাহি পরলোকে নিরাপদে পৌঁছানো। তাই অল্পক্ষণের মধ্যে স্থির করিয়া ফেলিলাম যে, এ বস্ত্র সে বস্ত্র কেন—আমি পরলোকে যাইব তো নির্বস্ত্র হইয়াই যাইব। কিন্তু তাহাতেও বাধা উপস্থিত—শুনিলাম যে এলোক হইতে কেহই সহজে সম্পূর্ণ নির্বস্ত্র হইয়া ও-লোকে যাইতে পারে না। তখন সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমিও স্থির করিলাম এবং তাহাতেই

সকলের মত হইল যে, আমি নিতান্ত ভারী না হয়, আর নিতান্ত ফিনফিনেও না হয়, এই রকম যাহা হউক একটা নূতন দেহবস্ত্র পরিয়া ও-লোকে প্রস্থান করিব।

৩। পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগচেষ্টা।

এইবারে পুরাতন দেহবস্ত্র পরিত্যাগের পালা পড়িল। যে বস্ত্র পরিয়া আছি, সে বস্ত্র কে যে পরাইয়া দিয়াছিল তাহা জানি না। লোকপরম্পরায় শুনি যে, আমিই নাকি আমার নিজের মাপ ঠিক করিয়া এই বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম—আমার কিন্তু সে বিষয় কিছু-মাত্র স্মরণ নাই। যাই হোক, বস্ত্র যে-ই করুক না কেন, এতদিন পর্য্যন্ত তাহা আমার গায়ে এমন সুন্দর বসিয়া গিয়াছিল যে, আমার গাত্র

হইতে তাহা খুলিয়া লওয়া এলোকের কাহা-রও পক্ষে অসম্ভব ছিল; এমন কি, ইচ্ছা করিলেই তাহা খুলিয়া ফেলা আমার নিজেরই পক্ষে অসাধ্য ছিল। সে বস্ত্র খুলিবার কথা একবার মনেও উদয় হইত না। কিন্তু আজ কয়েকদিন যাবৎ সেই পুরাতন বস্ত্র আমার গায়ে ঠিক যেমন বসা উচিত, তেমন ভাল করিয়া বসিতেছে না—গায়ের উপর বড় ঢিল-ঢিলে বোধ হইতেছে এবং সেই কারণে সর্ব্ব-দাই কাপড়খানি খুলিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হই-তেছে। বস্ত্রখানি গায়ে এমন আঁটিয়া গিয়া-ছিল যে, আজ তাহা এত ঢিলা হইয়া গেলেও, আমি এত খুলি-খুলি করিলেও আমার নিজের ইচ্ছামত খুলিতে পারিতেছি না। কি জানি কেন, এলোকে থাকিবার জন্য কিছুতেই মন সরিতেছে না। যতই মন ওলোকে যাইবার

জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে, ততই ইচ্ছা হই-তেছে যে কাপড়খানি ছিঁড়িয়া টুকরা-টুকরা করিয়া বাহির হইয়া পড়ি, একটুখানি মুক্তির মুক্ত বায়ু উপভোগ করি। কিন্তু ইচ্ছা করি-লেই দেহবস্ত্র পুরাতন হইলেও সহজে খোলা যায় না। আমার এই জীর্ণ অবস্থাতেও অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই বস্ত্র খুলিতে পারিলাম না। তখন আমি অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করিয়া আত্মীয়-স্বজনকে শীঘ্র শীঘ্র আমার পুরাতন বস্ত্র খুলিয়া আমাকে মুক্তি দিবার জন্য অনু-রোধ করিলাম। তাঁহারা সে বিষয়ে কোনই সাহায্য করিলেন না ; বরঞ্চ তাঁহারা সাহায্য করিতে চাহেন না বলিয়াই আমার মনে হইল। বোধ হয় তাঁহারা ভাবিতেছিলেন যে, দেহবস্ত্র হইতে মুক্তিলাভ করিলেই তো তাঁহারা আমার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইবেন, তাই আমার

দেহবস্ত্র পুরাতন ও জীর্ণ হইলেও তাহার সহিত আমাকে বাঁধিয়া রাখাই যেন তাঁহাদের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হইল। ইহাতে আমার যে কি কষ্ট হইতেছে, সে বিষয়ে তাঁহাদের আদৌ লক্ষ্য ছিল না।

৪। ঔষধ ও প্রলাপ।

দেহের বাঁধন যখন মধ্যে মধ্যে বড়ই কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল, আর সেই বাঁধন খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টায় যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলাম, তখন পরলোকবাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বড়ই কাতরভাবে বলিতে লাগিলাম—"যদি আমার এই দেহবস্ত্র খুলিতেই হয়, না খুলিলে ওলোকে যাওয়াই বন্ধ হয়, তবে তোমরা একটু সাহায্য না করিলে আর তো পারি না ; হয় তোমরা এই

কাপড় খুলিবার বিষয়ে আমাকে সাহায্য কর, আর না হয় তো আমাকে এই বিকল দেহ লইয়াই এলোকে বিচরণ করিতে দাও।" আমার কাতরোক্তি শুনিয়া দেখিলাম যে, কোন্ এক আধ-জানা, আধ-অপরিচিত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কয়েকজন পরলোকবাসীকে কি এক ইঙ্গিত করিলেন। অমনি তাঁহাদের মধ্যে একজন খুব যত্নপূর্ব্বক আমার মাথাটী নিজের কোলে রাখিলেন এবং অপর কয়েকজন আমার কাপড় খুলিয়া দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ও-মা! ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি—দেখি যে আমার মা আসিয়াই আমার মাথাটী কোলে রাখিয়াছেন। আর যাঁহারা আমার কাপড় খুলিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, তাঁহাদেরও মধ্যে দু'-একজনকে আমার পূর্ব্বতন আত্মীয় বলিয়া চিনিতে পারিলাম।

মাকে দেখিয়াই আমি চীৎকার করিয়া উঠি-লাম—মা—মা খুলে দাও—আর পারি না। অন্যান্য আত্মীয়দিগকেও দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। সেই সকল আত্মীয়েরা, এমন কি, মা পর্য্যন্ত মুখে অঙ্গুলি দিয়া ইঙ্গিতের দ্বারা নীরবভাবে আমাকে নীরব থাকিতে উপদেশ দিলেন। মা আমার সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার শান্তিমাখা শ্রান্তিহরা হাত বুলাইয়া দিতেছেন, আর অন্যান্য আগন্তুকেরা, আমার যাহাতে একটুও ব্যথা না লাগে, সাধ্যমত সেই ভাবে বস্ত্র খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তবুও কি না লাগিয়া যায়! কাজেই মধ্যে মধ্যে মায়ের নাম না ধরিয়া, অন্যান্য আগন্তুক পরলোকগত আত্মীয়দিগকে চীৎকার করিয়া না ডাকিয়া, থাকিতে পারিতেছি না—তাঁহাদের নিকট কত প্রকার কাকুতি-মিনতি করি-

তেছি! এলোকের আত্মীয়েরা সেই সমস্ত শুনিয়াই ভাবিতেছেন যে, আমি প্রলাপ বকিতেছি। সেই সঙ্গে তাঁহাদের কেহ বা মনের সঙ্গে, আর কেহ বা মুখে আহা-উহু করিয়া আমার কষ্টে সমবেদনা জানাইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহারা কি-এক জলীয় পদার্থ আমার দেহবস্ত্রের ভিতর ঢালিয়া দিতেছেন; এবং সময়ে সময়ে দেহের উপরেও কত-কি মাখাইতেছেন। ইহারই নাম ঔষধ! আত্মীয়েরা মনে ভাবিতেছেন যে, এইরূপ ঔষধ খাওয়াইয়া ও মাখাইয়া চলিলেই আমি আবার এলোকের বাঁধনে পড়িয়া থাকিব। তাঁহারা হয়তো জানেন, হয়তো জানেন না যে, এই ঔষধের একটা বড় মজার গুণ আছে—ঔষধের গুণেই কাপড়টা অনেক পরিমাণে আল্গা হইয়া আসে—তখন আবার পরলোকবাসীরা

ওপারে—

তাহা টানিয়া খুলিবার ব্যবস্থা করিতে থাকেন।

৫। দৃষ্টি-ঘণ্টা বা Insight bell।

এলোকের আত্মীয়েরা মধ্যে মধ্যে ঘড়ি দেখিতেছেন, আর নানা কারণে নিজেরা মনে করিয়া ব্যস্ত হইতেছেন যে, আমার ওলোকে যাইবার সময় হইয়া আসিতেছে। সেই সঙ্গে তাঁহারা আমাকেও সেই কথা নানা উপায়ে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মনে করাইয়া দিতেছেন। ওদিকে ওলোকের আগন্তুক ও আত্মীয়েরাও যে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। ওলো-

কের আত্মীয়েরা ধীরে ধীরে যতই কাপড় খসাইয়া লইতে লাগিলেন, এলোকের আত্মীয়স্বজনও যেন ততই বুঝিতে পারিলেন যে আমার ওলোকে যাইবার সময় ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। সময়ে সময়ে দেখিতে পাইলাম যে, কাপড়খানি শীঘ্র শীঘ্র খুলিতেছে না বলিয়া আমার সেবা-কারী এলোকের আত্মীয়দের মধ্যে দুই-চারি-জন, এমন কি কয়েকজন নিকট-আত্মীয়ও দীর্ঘকাল ধরিয়া সেবা করিতে হইতেছে বলিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের সেই বিরক্তি মুখে ও বাক্যে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া ও বুঝিয়া আমারও প্রাণ ওলোকে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। Insight bell বা রেলগাড়ী দেখা যাইবার ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে, এখন কেবল গাড়ী

ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেই নিশ্চিন্ত মনে চড়িয়া গন্তব্যস্থানে যাওয়া যায়। কেবল এলোকের শেষ ঘণ্টার অপেক্ষায় আছি।

যথাসময়ে ওলোকে যাইতে হইবে বলিয়া ওলোকের আত্মীয়েরা ধীরে ধীরে অথচ ক্ষিপ্র হস্তে কাপড় ছাড়াইতে লাগিলেন। যখন সময়ে সময়ে বড় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল, তখন মা আমায় সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার শান্তিমাখা হস্ত বুলাইয়া জ্বালা যন্ত্রণা দূর করিতে লাগিলেন, আর সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মধ্যে মধ্যে আসিয়া কখনও বা আমাকে আনন্দরস পান করাইয়া বিভোর করিয়া রাখেন, আর কখনও বা ওলোকের প্রশান্ত ছবি আমার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া আমাকে স্থির করিয়া রাখেন। আমি কি জানি কোন্ মন্ত্রবলে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া তাঁহার দিকে এক-

ওপারে—

দূরে তাকাইয়া থাকি—কি জানি কোন্ মন্ত্র-শক্তিতে তাঁহার প্রতি নিকট-আত্মীয়বোধে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়ি।

৬। এলোকের আত্মীয়দের বিদায় গ্রহণ।

ক্রমে যখন ওলোকে যাইবার সময় আগাইয়া আসিল, তখন গাড়ী-গাড়ী বোঝাই হইয়া, যাঁহারা আমার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তাঁহারা ছাড়া বাহির হইতে আত্মীয়-স্বজন নামক এক সম্প্রদায়ের লোক নামে-মাত্র আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ বা বিদায় গ্রহণের সঙ্গে জানাইতে লাগিলেন যে, আমি তাঁহার জন্য কোন বন্দোবস্ত না করিয়াই

ওলোকে যাইতেছি; কেহ কেহ বা শীঘ্র শীঘ্র বাহন ডাকাইয়া বিদায়ের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া একটু বেশীমাত্রায় আত্মীয়তা দেখাইতে লাগিলেন। এই সকল আগন্তুক আত্মীয়-স্বজনের অধিকাংশই নিয়মরক্ষার হিসাবেই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, কাজেই আমি এলোকেই থাকি বা ওলোকেই যাই, তাহাতে তাঁহাদের বড় একটা কিছু আসিয়া যাইত না। তাই তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় গ্রহণের পরই, আর কেহ বা আমাকে দুই চারি মিনিটের জন্য দেখা দিয়াই একটু দূরে পার্শ্বে বসিয়া বিদায়গ্রহণের সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই আমার বিষয়ে এবং সেই সঙ্গে অপর কত লোকের বিষয়ে কত সমালোচনাই করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে আহা-উহুও

চলিতে লাগিল, আবার কত বিষয় লইয়া হাসি-তামাসাও চলিতে লাগিল। তাঁহারা নিশ্চয়ই ভাবিতে পারেন নাই যে, আমি ওলোকে যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকিলেও আমার চক্ষু কর্ণ প্রাণ মন প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল একটু বেশী রকম সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাঁহাদের কথাবার্ত্তা ধরণ ধারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছি আর বিরক্ত হইতেছি। আমি চাহিতেছি শান্তি; ইহাঁরা আমার প্রাণে কেবল অশান্তিই জাগাইয়া তুলিতেছেন। অশান্তি ছাড়িয়া, ইহাঁদের কথাবার্ত্তার উপর আমার একটু বে-পরোয়া ভাব আসিয়াছে দেখি। পূর্ব্বে যেমন তাঁহাদের নিন্দা বা প্রশংসা বড়ই মূল্যবান মনে করিতাম, এখন এইটুকু বিশেষত্ব দেখিতেছি যে, তাঁহাদের নিন্দা বা প্রশংসার এতটুকুও

পরোয়া রাখি না—সেগুলির প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিয়াছি।

—

৭। স্বলোকে যাত্রার পূর্ব্বে এলোকের ব্যবস্থা।

আগন্তুক আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে দুই একজন আমার যাইবার সময় বড় নিকটবর্ত্তী দেখিয়া আমার শুশ্রূষাকারী আত্মীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিজনবর্গের ভরণপোষণ সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করিয়াছি কি না। শুনিলেন যে কোনই বন্দোবস্ত করা হয় নাই। আমারও মনে মনে মাঝে মাঝে আলোচনা চলিতেছিল যে, পরিজনবর্গের সুখে শান্তিতে চলিবার উপযুক্ত

একটা ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, এই প্রকার কোন ব্যবস্থা না করিবার কারণে অথবা অনুপযোগী কোন ব্যবস্থা করিবার কারণে ওলোকবাসী আত্মার উদ্দেশে এলোকবাসী আত্মীয়েরা যথেচ্ছ গালাগালি দিয়া থাকেন। সেই গালাগালি যখন কোন আত্মীয় সমস্ত মনের সঙ্গে দেন, তখন যে তাহা পরলোকবাসী আত্মীয়ের প্রাণে আঘাত দেয় না তাহা কে বলিতে পারে?

ওলোকের আত্মীয়েরা আমাকে একটু একাকী রাখিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। কেবল মা আমার মাথাটী কোলে রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। আমি মনের বলে এলোকের শুশ্রূষাকারী আত্মীয়দিগকে ইঙ্গিত করিলাম যে, কিরূপ ব্যবস্থা করা আমার অভিপ্রেত। কিন্তু তাঁহাদের স্থূল শরীরে আবৃত স্থূল বুদ্ধি আমার

ইঙ্গিত সম্পূর্ণ ধারণ করিতে পারিল না। আমিও তাঁহাদিগকে মনের বলে ইঙ্গিতের পর ইঙ্গিত করিতে থাকায় তাঁহারা কতকটা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা কতকটা বুঝিয়া সম্ভবমত শীঘ্র তাহা একখণ্ড কাগজে লিখিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন ও তারস্বরে পাঠ করিলেন। আমিও কতকটা বুঝিয়া আর কতকটা না বুঝিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলাম—মন হইতে একটা মহা ভাবনা নামিয়া গেল—আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। এলোকের আত্মীয়স্বজনেরাও এখন নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এখন আর আমার ওলোকে যাইবার পক্ষে কোনই বাধা নাই। এলোকের আত্মীয়দের স্থূল বুদ্ধির ভিতরে ইঙ্গিত প্রবেশ করাইতে গিয়া আমার বড়ই পরিশ্রম লাগিয়াছিল—আমি কাগজে

স্বাক্ষর করিয়া একেবারে নেতাইয়া পড়িলাম। ওলোকের আত্মীয়েরা আমাকে বিশ্রাম করিবার একটু অবসর দিলেন। এলোকের আত্মীয়েরাও আমার অবস্থা দেখিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, আমি যথাসময়ে পরলোকে যাইবার প্রথম ষ্টেশনে পৌছিতে পারিব কি না। তখন তাঁহারা একটা শিশি হইতে কি একটা তরল পদার্থের কতক অংশ খাওয়াইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এইবারে বাহনে উঠিলেই ঠিক সময়ে প্রথম ষ্টেশনে পৌছিতে পারিব।

৮। প্রথম ষ্টেশনে যাইবার বাহন-ব্যবস্থা।

এলোকের আত্মীয়েরা আমাকে ঘর হইতে বিদায় দিতে পারিলেই যেন বাঁচেন ; তাহার কারণ এই যে, ঘরে আমার দেহবস্ত্র ছাড়িয়া ওলোকে গেলে নাকি সমস্ত বাড়ীতে, বিশেষতঃ সেই ঘরে অমঙ্গল আসিবে। আবার দৈবাৎ যদি ঘরে থাকিতে থাকিতে শনিবার কিম্বা মঙ্গলবারে দেহবস্ত্র ছাড়িয়া ওলোকে পলায়ন করি, তাহা হইলে নাকি আমি সুবিধামত ওলোক হইতে ফিরিয়া

আসিয়া আমার আর একটী কোন আত্মীয়কে সাথের সাথী করিবার উদ্দেশ্যে বলপূর্ব্বক এলোক হইতে উঠাইয়া লইব।

এই সমস্ত নানা কারণে আমার এলোকের আত্মীয়েরা কোন গতিকে আমাকে ঘর হইতে বিদায় দিয়া একখানি বাহনের উপর শোয়াইয়া প্রথম ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা একখানি তৃতীয় শ্রেণীর চারিপায়া বাহন আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সাধারণতঃ যাঁহারা এলোকে বড়লোক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন, তাঁহাদিগকে প্রথম ষ্টেশনে পৌঁছাইবার জন্য চারিপায়া বটে, কিন্তু সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীর বাহন অথবা ঘরের একটা বাহন উপস্থিত করা হয়। আমি তেমন বড়লোক বলিয়া খ্যাতি লাভ করি নাই,

কাজেই আমার অদৃষ্টে সে রকম বাহনও জোটে নাই। তাই সাধারণের জন্য যে ব্যবস্থা, আমারও জন্য সেই ব্যবস্থাই হইল—একখানি তৃতীয় শ্রেণীর বাহন আমার জন্য আনা হইল। এলোকের আত্মীয়েরা সকলে মিলিয়া কোন-রূপে আমাকে সেই বাহনে উঠাইয়া দিলেন। যাইবার পথে বড় ঠাণ্ডা লাগিবে অথবা বড় গরম লাগিবে, কি-জানি-কি ভাবিয়া আমার দেহের উপর একটা সাদা কাপড় এবং আমার পূর্ব্বব্যবহৃত দুই একখানি শাল বিছাইয়া দেওয়া হইল। এলোকের আত্মীয়েরা আমাকে বাহনে উঠাইবার পূর্ব্বেই আমার মা ধীরে ধীরে আমার মাথা তাঁহার কোল হইতে নামাইয়া সেই বাহনে গিয়া বসিলেন। আমাকে যখন বাহনে উঠানো হইল, তখন পাছে আমার মাথা হেলিয়া দুলিয়া কোথাও আঘাত

পায়, তাই মা আমার মাথাটিকে আস্তে আস্তে আবার তাঁহার কোলে রাখিলেন। এলোকের আত্মীয়েরা অবশ্য কেহই তাহা দেখিতে পাইলেন না। আমার গায়ে শাল বিছানো হইতেছে দেখিয়া ওলোকের আত্মীয়েরা মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন। আমিও মনে মনে একটু হাসিলাম। আমার বাহনে কতকগুলি সুগন্ধ ও সুদৃশ্য ফুল ও পাতা দেওয়া হইল। আমি ভাবিলাম, যেখানে চলিয়াছি সেখানে কত শত কত হাজার শতদল ফুটিয়া সুগন্ধে দিগদিগন্ত আমোদিত করিতেছে, তোমাদের এই দু'চারিটি ফুল পাতা লইয়া আমার কি হইবে? আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ বা পরামর্শ দিলেন যে আমার সঙ্গে আমার দু'এক-খানি প্রিয় গ্রন্থও দেওয়া হউক। সুখের বিষয় যে তাঁহাদের ঘটে সদ্‌বুদ্ধি

জাগিয়া উঠিয়াছিল—প্রশ্রয় না দেওয়াই স্থির হইল।

৯। প্রথম ষ্টেশনের অভিমুখে।

এদিককার তো সকলই স্থির হইয়া গেল। এখন আমার বাহন স্কন্ধে বহন করিবার জন্য অন্ততঃ চারিজন বাহক স্থির করিতে হইবে। কে জানে কেন এই নিয়ম হইল যে ওপারের যাত্রীকে প্রথম ষ্টেশনে লইয়া যাইবার বাহন মানুষ কাঁধে করিয়া লইয়া যাইবে। আমাকে বাহনে তুলিয়া দিয়া আত্মীয়দের মধ্যে বিচার চলিতে লাগিল যে, কোন্ চারিজন আমার বাহনটীকে কাঁধে তুলিবেন। এলোকের প্রায়

সকল দেশেই এই একটা সু-আচার প্রতিষ্ঠিত দেখা যায় যে, কাহারও ওলোকে যাত্রার সময় আসিলে প্রয়োজন পড়িলে তাহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এমন কি, অভাবে, স্বজাতীয় কোন ব্যক্তিকে বাহন কাঁধে করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে প্রথম ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য যদি ধরা যায়, তবে সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না—প্রত্যাখ্যান করিলে বড়ই লোকনিন্দা সহ্য করিতে হয়। তাই পাছে আমার বাহনখানি কাঁধে করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে বা লোক-লজ্জার ভয়ে স্বীকার করিতে হয়, আমার শুশ্রূষাকারী ও আগন্তুক আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে দেখাইতে লাগিলেন যে, আমার কষ্ট দেখিয়া—কিসের যে কষ্ট তাহা জানি না—দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে,

এবং সেই দুঃখের অতিভার বহনে অক্ষমতার ভান করিবার, অশ্রু ফেলিবার নানাবিধ অভিনয় করিতে করিতে এদিকে ওদিকে সরিয়া পড়িলেন। খুব নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে কয়েকজন বাধ্য হইয়া আমার বাহনের পাশেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহাঁদেরও মধ্যে যাহাদের নিকট বাহন কাঁধে লইবার প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল, তাঁহাদেরও অনেকে শারীরিক অসুস্থতার অছিলা করিয়া বাহন বহিবার কার্য্য হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। তখন সকলেই আমাকে বিদায় দিতেই ব্যস্ত, কাজেই কে-ই বা তদন্ত করে যে, ঐ সকল আত্মীয়দের মধ্যে কে-ইবা প্রকৃত অসুস্থ, আর কে-ই-বা অসুস্থ নহে। যাই হোক, যাঁহারা অসুস্থতার অছিলা করিলেন, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গেই ছাড় পাইলেন। তারপর কোন

প্রকারে ছয়জন নিকট-আত্মীয় আমার :বাহন কাঁধে করিবেন বলিয়া স্থির হইল—চারিজন বাহন কাঁধে করিয়া লইয়া যাইবেন, আর দুই-জন কাঁধ বদলাইবেন, অর্থাৎ ঐ চারিজন বাহকের মধ্যে কেহ শ্রান্ত হইয়া পড়িলে এই দুই জনের মধ্যে কেহ সেই বাহককে কিছু-ক্ষণের জন্য ছুটি দিয়া নিজে আমার বাহনটি কাঁধে করিবেন। যে ছয়জন আত্মীয় বাহক হইবেন স্থির হইল তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়াই আমার বাহনটীকে স্কন্ধে উঠাইয়া লইলেন। চারিজন কাঁধে করিলেন, আর দুইজন সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। আমি ওলোকে যাইতেছি এ সংবাদ আমার গ্রাম-বাসীদের মধ্যে, আমার প্রতিবেশীদের মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই পৌঁছাইয়াছিল, তাই তাহাদের অনেকে আমাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য

আমার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আমার এলোকে থাকিবার সময় তাহাদের অনেকের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলাম, তাই তাহারা মনের কষ্টে আমাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য আসিয়াছে। আমার বাহন যেমন বাড়ীর বাহিরে উপস্থিত হইল, অমনি তাহারা হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। বাহকেরা আর অপেক্ষা না করিয়া হু-হু শব্দে লইয়া চলিলেন। দেখিতে দেখিতে আমি প্রথম ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনে আসিতে আসিতেই আমার শ্রান্তি-ক্লান্তি অনেকটা দূর হইয়া গেল।

১০। প্রথম ষ্টেশনে।

যে বাহনে শুইয়া আমি আসিলাম, এখন কিছুকালের জন্য আমাকে সেই বাহনেই নাকি বাসা বাঁধিয়া এই ষ্টেশনেই নাকি থাকিতে হইবে বলিয়া শুনিতে পাইলাম। এলোকের দেহবন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত আমাকে এই ভাবেই থাকিতে হইবে। ষ্টেশনটী বড়ই সুন্দর স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে পতিতপাবনী সুরধুনী কুলুকুলু ধ্বনিতে ভগবানের নামগান করিতে করিতে চলিয়াছে।

নিকটেই একটী অতি প্রাচীন নিমগাছ যে কত শত বৎসরের অতীত কাহিনীর সাক্ষী-রূপে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা কে বলিতে পারে? তাহার সর্ব্বোচ্চ শাথায় বসিয়া একটী দাঁড়কাক মধ্যে মধ্যে কা-কা রবে কে জানে কাহাকে ডাকিতেছে। তাহার সেই অর্দ্ধস্ফুট রব আমার কানে অস্ফুটভাবে প্রবেশ করিয়া অন্য কোন্ এক সুদূর জগতের প্রশান্ত ছবি আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে ধারণ করিতে লাগিল। আমার মনটা মহান্ উদাস ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। যে সকল ওলোক-বাসী আত্মীয় ঘরে আমার কাপড় ছাড়াইতে-ছিলেন, এথানেও দেথি তাঁহারা আসিয়া উপ-স্থিত। আমার মা সমানভাবে আমার মাথাটী কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। ষ্টেশনের একটা খড়ের চালের নীচে আমার স্থান

নির্দ্দিষ্ট হইল। মুক্তিপিপাসু ওলোকযাত্রীর ইহাই তো উপযুক্ত স্থান। এখনও ওলোকে যাইবার শেষ ঘণ্টা পড়িতে কিছু সময় বাকী আছে। এই ষ্টেশনে আসিবার পথে যে সকল লোক আমাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। যাহারা আমার কাছে এলোকে আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার সাহায্য পাইত, তাহাদের মধ্যে অনেকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া, আমি সত্যই এলোক ছাড়িয়া যাইতেছি ভাবিয়া দরদরধারে অশ্রু ফেলিতে লাগিল। পার্থিব উপকার স্মরণে এই শোকাশ্রুর উৎপত্তি হইলেও বোধ হয় যে ইহাদের প্রাণে সত্য সত্যই আমার ওলোকযাত্রা বিশেষ ব্যথা দিয়াছিল। তাহাদের ব্যথার

ওপারে—

তড়িতাঘাত সময়ে সময়ে আমাকেও চমকাইয়া দিতেছিল।

১১। এলোকের বস্ত্রত্যাগ।

ষ্টেশনে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরেই ওলো-কের আত্মীয়েরা আসিয়া আবার আমার কাপড় ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে এলোকের আত্মীয়স্বজন যাঁহারা নিকটে ছিলেন তাঁহারা কানের কাছে তারক-ব্রহ্মনাম পড়িতে লাগিলেন। আমিও মনে মনে সেই নামই জপ করিতেছিলাম। কিন্তু আত্মীয়দের সমস্তক্ষণ এই প্রকার ঔষধ-গেলানো বা পাখী-পড়ানোর মত ব্রহ্মনাম শুনিতে শুনিতে মধ্যে

মধ্যে বিরক্তি আসিতেছিল। এলোকের দেহবস্ত্র এখন অনেকটা আল্গা হইয়া আসিয়াছে বলিয়া আমি সেই বিরক্তি প্রকাশ করিতেও পারিলাম না, আর প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়াও মনে করিলাম না। তখন আত্মীয়দের সেই নাম-পড়া গ্রাহ্য না করিয়াই আমার সুবিধামত আমি ব্রহ্মনাম জপিতে লাগিলাম। অপরদিকে ওলোকের আত্মীয়েরা আমার কানে কি এক মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। তাহার ফলে আমার মন এলোক হইতে এতদূরে সরিয়া পড়িল যে, কাপড় ছাড়াইবার সময় জ্বালা যন্ত্রণা অধিকাংশ সময়ে অনুভবই করিতে পারিলাম না। এই সময়ে দেখি যে, আমার দৃষ্টি ওলোকের পদার্থ দেখিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছে। দেখি যে, ওলোকের কত বাহন ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়া-

ইয়া আছে। পরে শুনিলাম যে, ওলোকে এক একটী বাহনে এক একজন যাত্রীকে যাইতে হয়। বাহনের পর বাহন আসিতেছে, আর যাত্রী লইয়া যাইতেছে। আমি নাম জপ করিতে করিতে সেই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে লাগিলাম, আর ওলোকের আত্মীয়েরা ধীরে ধীরে বস্ত্র খসাইতে লাগিলেন। এই সময়ে, যখন কাপড়টী খুলিবার আর একটুখানি বাকী আছে, মা নিজের কোল হইতে আমার মাথাটী আস্তে আস্তে নামাইয়া দিলেন। সর্ব্বাঙ্গে তিনি একবার হাত বুলাইয়া দিলেন—মনে হইল যেন একটু বল পাইলাম। ওলোকের আত্মীয়েরা আমাকে একটুখানি বিশ্রামের অবসর দিয়া, শেষকালে মুখের উপর দিয়া মাথার উপর দিয়া কাপড় খসাইতে লাগিলেন। উঃ—

সে সময়ে কিরকম লাগিয়াছিল—সেই সময়ে একেবারে হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম—সে কি হাঁপানি! তোমরা ইহাকেই "শ্বাস হইয়াছে" বল। এই শ্বাস বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। এ লোকের দিকে বেশী টান থাকিলে, এলোকের কাপড়খানা বেশী আঁকড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে শ্বাসটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়। আর, ওলোকে যাইবার দিকে বেশী ঝোঁক থাকিলে কাপড়টাও শীঘ্র খসিয়া আসে, আর শ্বাসটাও বেশীক্ষণ থাকে না। আঃ— হঠাৎ দেখি কাপড়টা খসিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই ওলোকের আত্মীয়েরা ওলোকের উপযুক্ত একটা না-মিহি, না-মোটা কাপড় পরাইয়া দিলেন। এলোকে কি জানি কেন, দেহবস্ত্র যতই আলগা হইয়া আসিতেছিল, ততই তাহার ভার যেন দুর্বিষহ বোধ হই-

তেছিল। এতক্ষণে সেই ভার-বোধ সম্পূর্ণই চলিয়া গেল; এতক্ষণে আমার যে কি-এক মুক্তির ভাব অনুভব হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। মা আমার মাথাটী কোল হইতে নামাইয়া দেওয়াতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এখন বুঝিলাম যে শ্বাসের কষ্ট সহ্য করিবার উপযুক্ত বল দিবার জন্যই তিনি মাথাটী নামাইয়া সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিয়াছিলেন। এইবারে আমি অনেকটা সুস্থভাবে আমার সেই দেহবস্ত্রধারী এলোকের বাহনের পার্শ্বে খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেহবস্ত্রের সঙ্গে টানাটানিতে আমি বেশ একটু হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম—বড়ই শ্রান্তি বোধ হইয়াছিল।

১২। পরলোকে প্রথম পদার্পণ।

এখন তো আমি ওলোকে আসিয়া পড়িলাম। এখন অবধি তোমাদের লোককে আমি 'ইহলোক' বলিয়া উল্লেখ করিব এবং এই নূতন লোককে 'পরলোক' বলিয়া উল্লেখ করিব। তাহা হইলে তোমাদের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। পরলোক হইতে আমি বেশ দেখিতে লাগিলাম যে, আমার ইহলোকের আত্মীয়েরা যখন ঠিক বুঝিতে পারিলেন যে আমার পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র হইতে

আমি মুক্তি লাভ করিয়াছি, তখন তাঁহারা সেই বস্ত্রখানি খুব সমারোহের সহিত পুড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। তারপর দেখি যে, আমার শাল, কাপড় প্রভৃতি যে দুই চারিখানি জিনিস ষ্টেশনে সঙ্গে গিয়াছিল এবং যেগু'ল সেই আত্মীয়েরা এখন অপবিত্র মনে করিয়া ঘরে ফিরাইয়া লইতে চাহেন না বলিয়া ষ্টেশনেই ফেলিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত জিনিস লইয়া ষ্টেশনের আমলারা খুবই কাড়াকাড়ি লাগাইয়াছে। দেখিয়া আমার কি-জানি-কেমন এক গভীর ঔদাস্যপূর্ণ হাসি আসিল।

এখন পরলোকের আত্মীয়েরা আমার কাছাকাছি আসিয়া আমাকে একটু ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। মা আমার মাথাটী নিজের কোল হইতে নামাইয়া নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন। পুরাতন দেহবস্ত্র ছাড়িয়া যখন

পরলোকে প্রথম পদার্পণ করিয়া ইহলোকের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মনকে ঔদাস্যে পূর্ণ করিতেছিলাম, সেই সময় মা আর একবার আমার মাথার উপর তাঁহার স্নেহহস্ত রাখিয়া সমস্ত প্রাণে শান্তিসুধা ঢালিয়া দিয়া ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, তখন কিছুই জানিতে পারিলাম না ; কেহ ইঙ্গিতেও আমাকে জানাইবার চেষ্টাও করিলেন না যে মা কোথায় গেলেন—কেবল বুঝিলাম যে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সাধন করিতে চলিয়া গেলেন। পরলোকের আত্মীয়-দিগের প্রভাবেই হউক অথবা পরলোকের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতই হউক, আমার পর-লোকের জিনিস দেখিবার বুঝিবার উপযুক্ত কি-রকম-এক দিব্য দৃষ্টি একটু একটু করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল বুঝিতে পারিলাম।

ইহলোকের কাণ্ডকারখানা দেখা শেষ হই-বার পর, মুক্তির একটা প্রবল আনন্দ আসিয়া আমাকে আকুল করিতে লাগিল; আবার ইহার পর কোন্ অজানা দেশে যাইতে হইবে ভাবিয়াও বুকের ভিতর কি-জানি-কেন সময়ে সময়ে দুর-দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কতক্ষণ ধরিয়া শিশুর মত আশ্চর্য্য ও অবুঝ নয়নে দেখিতে লাগিলাম যে, পরলোকে কেহ বা ব্রহ্মলোকের যাত্রী হইয়া চলিয়াছেন; কেহ বা সত্যলোকে, কেহ বা জনলোকে চলিয়া-ছেন—এই প্রকার কত সহস্র লক্ষ কোটী যাত্রী চলিয়াছেন—কেহ কাহারও সহিত বিনা প্রয়োজনে কথাও কহিতেছেন না—প্রত্যে-কেই আপনার মনে নিজের নিজের উপযুক্ত বাহনে চড়িয়া চলিয়াছেন।

১৩। ইহলোকের ব্যবহার।

এই সমস্ত দেখিতেছি, এমন সময় আমার সেই পুরাতন বস্ত্র পোড়াইবার ধূমের গন্ধ যেন আমার নাকে দুই একবার প্রবেশ করিল বলিয়া মনে হইল। প্রবেশ করিতেই আমার ইহলোকের স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে দেখিবার জন্য প্রাণটা হঠাৎ বড়ই উতলা হইয়া উঠিল। বেশ মজা—মনে করিতে না করিতেই আমার সেই ইহলোকের পুরাতন গৃহে গিয়া উপস্থিত। কেহ পরলোকে প্রস্থান করিলে তাঁহার নিকট-

আত্মীয়দের সঙ্গে অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের দেখাশুনা করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিবার একটা রীতি নাকি ইহলোকে প্রচলিত আছে। গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, সেই সামাজিক নিয়ম রক্ষার জন্য আত্মীয়নামধারী কত লোক আসিতেছেন, আর আমি স্ত্রীপুত্রদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছি বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং মুখস্থ কতকগুলি দুঃখপ্রকাশক কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া টানিয়া বুনিয়া লোক-দেখানো অশ্রু ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা অবশ্য আমাকে দেখিতে পান নাই—আমাকে দেখিতে পাইলে তাঁহারা কি রকম চমকাইয়া উঠিতেন তাহাই ভাবি! ইচ্ছা করিলে আমার উপস্থিতি তাঁহাদিগকে জানাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহা করিতে আমার ইচ্ছা হইল না।

যাঁহারা আমার স্ত্রীপুত্রদের কাছে বসিয়া তাঁহাদের দেখাশুনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহাও শুনিলাম। সেই সমস্ত কথাবার্ত্তার মধ্যে আমার কথা খুবই অল্প ছিল—থাকিবার মধ্যে ছিল, আমি কাহাকে কত দিয়াছি এবং আমার টাকাকড়ির কিরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে বা হইবে। সমস্তক্ষণ টাকাকড়ির কথাই হইতে শুনিয়া আমার মনে বড়ই ধিক্কার আসিল। মনে হইল—ইহলোকে থাকিবার সময় ইহাঁদের কত উপকারই করিয়াছিলাম; তখন তো ইহাঁরা দেখাইতেন যে আমি ইহলোক হইতে চলিয়া গেলে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিবেন না। এখন তো ইহাঁরা বেশ সুখেই আছেন, টাকাকড়ির সম্পর্ক না থাকিলে ভুলিয়াও আমাকে

মনে করা আবশ্যকই মনে করেন না ;—সমস্তই মিথ্যা—সমস্তই মিথ্যা। ইহলোকের এই সমস্ত ব্যাপারখানা দেখিয়া ইহলোকের অপেক্ষা পরলোকের আত্মীয়দিগকে বেশী আত্মীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—পরলোকের আত্মীয়দের মধ্যে কৃত্রিমতার ও স্বার্থপরতার খুবই অভাব দেখিতে পাইলাম। ইহলোক ও পরলোকের প্রভেদটা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। তখন আবার ইচ্ছা হইল যে পরলোকের সেই আত্মীয়দের নিকট ফিরিয়া যাই। যেমন মনে হওয়া, আর অমনি তাঁহাদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

১৪। ব্রহ্মলোকে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ।

পরলোকের আত্মীয়েরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার পুরাতন সংসার কেমন দেখিলে?' মা কিন্তু একটী কথাও কহিলেন না—নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া নীরবে স্নেহদৃষ্টিতে আমাকে কেবলই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মা তো নিজের কর্ত্তব্যসাধনে চলিয়া গিয়াছিলেন—মায়ের সঙ্গে আবার যে এখানে আমার দেখা হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। মাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ

হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তিনি বৃহস্পতিলোকে গিয়াছিলেন। আমার ব্রহ্ম-লোকে যাত্রার পূর্ব্বে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়া-ছেন। যাই হোক, সেই আত্মীয়দের প্রশ্নের উত্তরে আমি বিশেষ কিছু না বলিয়া কেবল বলিলাম—'হাঁ, দেখিয়াছি; আর আমার দেখিবার ইচ্ছা নাই; এখন তোমাদের লোকে আমায় যেখানে যাইতে হইবে, আমি সেইখানে যাইতে ইচ্ছা করি।' তাঁহারা একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন—'নিকটেই চিত্রগুপ্ত আছেন, তোমার যেখানে যাইবার ইচ্ছা বল, একখণ্ড ছাড়নামা আসিবে; এখানে বিনা টিকিটের যাত্রী ধরিবার জন্য টিকটিকি পুলিশ নাই, কিন্তু এখানকার এমনই নিয়ম বা কল আছে যে, বিনা ছাড়নামায় একজনও যাত্রী কোন

লোক হইতে এলোকে আসিতে পারেন না, এবং আসিলেও যেখানে সেখানে ইচ্ছামত যাইতে পারেন না। এখন বল, কোথায় যাওয়া তোমার ইচ্ছা।' আত্মীয়েরা এই সমস্ত বলিতেছেন, এমন সময়ে, যে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ ইহলোকে আমার পুরাতন দেহবস্ত্র ছাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারই সহসা আবির্ভাব দেখিলাম। তিনি দেখা দিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। কি জানি কেন, আমারও ব্রহ্মলোকে যাইবার এক অদম্য অভিলাষ জন্মিল। আমি অর্দ্ধমুগ্ধ অবস্থায় বলিয়া উঠিলাম, 'ব্রহ্মলোকে যাইব'।

১৫। পরলোকের প্রশান্ত ছবি।

পরলোকের যে সকল আত্মীয় ও আগন্তুক আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই, আমি ব্রহ্মলোকের যাত্রী শুনিয়া, একে একে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, কেবল তাঁহাদের মধ্যে একজন আত্মীয় ব্রহ্মলোকের ছাড়নামা আনিবার জন্য চিত্রগুপ্তের নিকট গেলেন। তাঁহার উপর সমস্ত ভার দিয়া আমি বেশ নিশ্চিন্ত রহিলাম। শুনিলাম যে, এখানকার ছাড়নামার জন্য

আর কোন দাম লাগে না—কেবল প্রাণের ইচ্ছা চাই, শত কঠোর বাধা বিঘ্নের মধ্যেও নিজের ইচ্ছাকে অটল ও অচল রাখিতে হয়। আত্মীয়টী ছাড়নামা আনিতে গেলেন, আর আমিও সেই অবসরে যে নূতন লোকে পদার্পণ করিলাম, তাহার পরিপার্শ্বটী একটু ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে লাগিলাম। ইহলোকে থাকিবার সময় সেই যে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কাপড় ছাড়াইবার সময় আমার সম্মুখে পর-লোকের প্রশান্ত ছবি ধারণ করিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, বাস্তবিকই এই পরলোকে আসিয়া দেখি—সেই ছবি সত্যই পরলোকের প্রতিমূর্ত্তি—কি গভীর শান্তি! যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর যেন একটা শান্তিধারা বহিয়া যাইতেছে। সেই শান্তির মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিলেও মনে যেন শান্তির শেষ

পাওয়া যায় না! যতই ডুবি, ততই ডুবিতে ইচ্ছা হয়—যতই ডুবি, আরও আরও ডুবিতে ইচ্ছা হয়! এই প্রশান্ত ছবির বিষয় ভাবিতেছি, এমন সময় সেই আত্মীয়টি ছাড়নামা লইয়া উপস্থিত।

১৩। পথের বিভীষিকা—(ক) নদ নদী।

আত্মীয়টী বলিলেন—'ব্রহ্মলোকে যাইবার ছাড়নামা পাইয়াছি বটে, কিন্তু ব্রহ্মলোক—সে অনেক দূরে—যত দূর তুমি মনে কল্পনায় আনিতে পার, তাহা অপেক্ষাও ব্রহ্মলোক অনেক—অনেক দূরে। ছাড়নামা পাইয়াছি বটে, কিন্তু অন্যান্য লোকের মত ব্রহ্মলোকে মনে করিলেই যাওয়া যায় না। যাইবার পথে অনেক বড় বড় নদ নদী—তাহাতে দিন রাত ঝড়ের মত বাতাস বহিতেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

তুফান উঠিতেছে। অনেক দূরে দূরে দুই চারিটী পারাপারের ঘাট, আর ঘাটে খেয়া-নৌকাও আছে। কিন্তু যে-সে লোক আসিয়া যে সেই খেয়া-নৌকার হাল ধরিয়া যাত্রী-দিগকে নদী পার করাইয়া দিবে, তাহার উপায় নাই—সে রকম লোক ইহলোকে বা পর-লোকে কোথাও বেশী পাওয়া যায় না। এই সকল নদীর তুফান কাটাইবার উপযুক্ত তিন-ঢেউ-কাটানো নৌকাও চাই, আর সেই প্রকার তুখোড় মাঝিও চাই। তুমি যদি সে পথে যাও, তবে দেখিবে যে, ভাল মাঝি পাওয়া যায় না বলিয়া অনেকগুলি ঘাট খালি পড়িয়া আছে; কোন ঘাটে হয়তো নৌকা বাঁধা আছে, কিন্তু নৌকা চালাইবার মাঝি নাই। তাই কত-শত যাত্রী নদীপার হইবার আশায় অপেক্ষা করিয়া করিয়া কত যুগযুগান্তর

ফাটাইয়া দিতেছে। তুমি যদি ঠিক ঘাটে যাও, তবেই ভাল মাঝি পাইবে, আর নদী-গুলি পার হইতে বিলম্ব হইবে না।

১৭। পথের বিভীষিকা—(খ) মরুভূমি।

'নদীগুলি যদি বা পার হইলে, তাহার পরও পথে কত সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি পড়িবে—কত কাল ধরিয়া তোমাকে সেই মরুভূমি পার হইতে হইবে। শুষ্ক—তপ্ত—ধূ-ধূ—করিতেছে মরুভূমি—তৃষ্ণায় ক্ষুধায় প্রাণ যায়-যায় করিবে, তবু সেখানে অন্ন-জলের সন্ধান পাইবে না। ব্রহ্মলোকের মালিক যিনি, এই সমস্ত নদ নদী, মরুভূমি—এ সমস্তও তাঁহারই জমীদারী; তিনিই দয়া করিয়া ঐ সমস্ত নদী পার করাই-

বার মত এই মরুভূমিও পার করাইবার জন্য পথপ্রদর্শক রাখিয়াছেন। সেই পথ-প্রদর্শকদিগকে ধরিতে পারিলেই তাঁহারা ঠিক পথ দেখাইয়া দেন—তখন ক্ষুধার অন্নেরও সন্ধান পাওয়া যায়, আর পিপাসার জলেরও সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদিগকে ধরিতে পারাই কঠিন। নদী পার করাইবার মাঝিই বল, আর মরুভূমির পথপ্রদর্শকই বল, এলোকে কাহাকেও নগদ কিছুই দিতে হয় না—কেবল তুমি যে কাজ করিতে চাও অথবা যেখানে যাইতে চাও, তাহার জন্য প্রাণের একাগ্র ইচ্ছা চাই—প্রাণ ভরিয়া ইচ্ছা চাই। নদী বল, আর মরুভূমিই বল, পার হইতে না পারিয়া, মাঝি বা পথপ্রদর্শক কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া যখন ভয়ে একেবারে আকুল হইয়া উঠিবে, আঁৎকাইয়া

উঠিবে, ব্যাকুল হৃদয়ে ব্রহ্মলোকের মালিককে ডাকিবে, তখনই তিনি উপযুক্ত মাঝি বা উপযুক্ত পথপ্রদর্শককে তোমার সম্মুখে পাঠাইয়া দিবেন। তখন তুমিও সান্ত্বনা পাইবে, তোমার ভয়ও দূর হইবে, আর তুমি নিরাপদে নদীও পার হইবে, মরুভূমিও পার হইবে। এলোকে এমন বন্দোবস্ত আছে যে, তুমি প্রাণের সঙ্গে যেখান হইতেই মালিককে ডাক না কেন, অমনি মালিকের ঘরে তাহার সাড়া পড়ে। চারিদিক হইতে তরঙ্গের পর তরঙ্গে ডাকের বেগ চলিতে থাকে। তোমাদের ওলোকে এ রকম হয় কি না জানি না, কিন্তু এলোকে এক আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, তোমার মনে তুমি যত বেগে তাঁহাকে ডাকিবে, ঠিক তত জোরে তোমার ডাকের ছাপ ব্রহ্মলোকে সেই মালিকের ঘরে

গিয়া পড়িবে। তুমি যখন তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ডাকিবে, তখনই সেই ডাকের ছাপ পূর্ণরূপে সেখানে গিয়া পড়িবে, আর তখনই ব্রহ্মলোকের মালিক নিজেই ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন, আর তোমাকে পথ দেখাইয়া সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি শুধু এক আধ জন নহে, প্রয়োজন বুঝিয়া দশ পঞ্চাশ জন পথপ্রদর্শক পাঠাইয়া দিবেন। এই নিয়মের একটুও ব্যতিক্রম নাই।

১৮। পথের বিভীষিকা—(গ) সুবিস্তীর্ণ অরণ্য।

'এত কষ্টে নদ নদী পার হইয়া যদি বা মরুভূমি পার হইলে, তবুও তোমার নিস্তার নাই। তখনই যে ব্রহ্মলোকে প্রবেশের অধিকার পাইবে, তাহা নহে। মরুভূমির পরেও বড় বড় সুবিস্তীর্ণ অরণ্য পার হইতে হইবে। সেই সমস্ত অরণ্য দেখিতে কি ভীষণ! দেখিলেই প্রাণ একেবারে কাঁপিয়া উঠে। দেখিলে মনে হয় যেন কত রকমের জঙ্গলী গাছ আপনাপনি জন্মিয়া এই সুবিস্তীর্ণ

অরণ্যকে মানবের অগম্য করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল গাছপালা একটীও আপনাপনি জন্মায় নাই—আসলে এই সুবিস্তীর্ণ বনে একটীও জঙ্গলী গাছ নাই। ব্রহ্মলোকের মালিকই ব্রহ্মলোককে সুরক্ষিত করিবার জন্য এই সমস্ত গাছই ঐ ভাবে বসাইয়াছেন। ঐ সকল গাছের মধ্যে কোন গাছের ফল বা ভয়ানক তিক্ত, কোনটার বা অত্যন্ত কটু; আবার কোনটার বা ফল খুব মিষ্ট ও রসাল। তবে তোমাকে এইটুকু বলিয়া দিতেছি যে, তুমি যখন সেই অরণ্যের সম্মুখে গিয়া পড়িবে, তখন কিছুমাত্র ভয় পাইও না। সেই সমস্ত বিভিন্ন গাছগুলির প্রত্যেক গাছের ফল এক একটী বিশেষ বিশেষ রোগের ঔষধ। তোমাদের লোক অথবা অপরাপর লোক হইতে যখন কেহ এলোকে আসিয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে

চাঁহেন, তখন তিনি নদ নদী মরুভূমি পার হইয়া এই অরণ্যের সম্মুখে আসিয়া নিজের অজ্ঞাততম রোগ পর্য্যন্ত সারাইবার উপযুক্ত ফল সম্মুখেই দেখিতে পান। সেই ফল খাইলেই তিনি নিজের সমস্ত রোগ ঝাড়িয়া ফেলিয়া ব্রহ্মলোকে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হন—রোগ ঝাড়িয়া না ফেলিলে কেহই ব্রহ্মলোকে প্রবেশের কোন প্রকার অধিকারই পাইতে পারেন না। এখানকার এমনই সূক্ষ্ম বিচার যে, তোমার যদি কোন রোগ থাকে, এমন কি, যে রোগ তোমার আছে বলিয়া তুমি নিজেও হয়তো জান না, ব্রহ্মলোকের তোরণের সম্মুখে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সেই রোগ সারাইবার উপযুক্ত ফল তোমার সম্মুখেও আসিবেই; আর তুমি যতই কেন ইতস্ততঃ কর না কেন, সেই ফল খাইয়া রোগ সারাইয়া ব্রহ্মলোকে প্রবে-

শের পূর্ব্বেই তোমাকে শুদ্ধ হইতে হইবেই। তুমি স্ব-ইচ্ছায় যত শীঘ্র সেই ফল খাইবে, তত শীঘ্র তুমি রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রবেশের অধিকার লাভ করিবে। যদি প্রথম বারে কেহ সেই ফল না খাইয়া চলিয়া আসেন তবে দ্বিতীয়বারে ; যদি দ্বিতীয়-বারে না খান, তবে তৃতীয়বারে—এইরূপে একবার না একবার ব্রহ্মলোকের যাত্রীকে নিজের রোগের উপযুক্ত ফল খাইতে হইবেই। ব্রহ্মলোকেরও আবার এমনই মহিমা যে, তোমাদের লোকে অথবা অন্য কোন লোকে এমন কেহ নাই, যে একবার না একবার ব্রহ্ম-লোকে যাইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ না করে। এই প্রকারে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিলে পর তবে তুমি ব্রহ্মলোকে পৌঁছিতে পারিবে।

আর একটী তুমি দেখিবে এই যে, এই

অরণ্যের গাছগুলি এমন ভাবে সজ্জিত যে, তুমি অরণ্যের ভিতর কিছুদূর গিয়াই সম্মুখেই একটী ফুটো দেখিতে পাইবে,আর সেই ফুটোর মধ্য দিয়া ব্রহ্মলোক একবারমাত্র তোমার নজরে পড়িবে ; কিন্তু তাহার পরেই সেই ফুটোটা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে—সহস্র চেষ্টাতেও আর তাহা দৃষ্টিগোচর হইবে না। ব্রহ্মলোক একবার দেখিবার পর যদি আবার তাহা দেখিবার জন্য সত্যসত্যই পাগল হও, ব্রহ্মলোকের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব পণ করিতে প্রস্তুত হও, তবেই সেই বন হইতে উপযুক্ত ফল খাইয়া রোগমুক্ত হইতে পারিলেই যথা-সময়ে তুমি ব্রহ্মলোকের তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং তখন তোমার জন্য তোরণ উন্মুক্ত হইবে।

১৯। ব্রহ্মলোকে অক্ষয়ানন্দ সরোবর।

'ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিয়াই তোরণের দক্ষিণ দিকে অক্ষয়ানন্দ নামে এক সুবিস্তীর্ণ ও সুন্দর জলাশয় দেখিবে। সেই জলাশয়ে একটী ডুব দিলেই তোমার আর ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকিবে না; তুমি ব্রহ্মলোক দেখিবার শক্তি ও দিব্য দৃষ্টি লাভ করিবে।

'এই তো তোমাকে মোটামুটিভাবে পথের কথা সমস্ত বলিলাম—ইহাতেও যদি তোমার ব্রহ্মলোকে যাইবার ইচ্ছা থাকে তো বল'।

২০। অনাহত সঙ্গীত শ্রবণ।

আত্মীয়ের নিকটে পথের কথা সমস্ত শুনিয়া আমার বুক তো দুরদুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। একদিকে ব্রহ্মলোকে যাইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অপর দিকে সেই আত্মীয়ের নিকট পথের বিভীষিকা শ্রবণ—কি করি ভাবিয়া সংশয়-দোলায় প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময়ে কোথা হইতে বুঝিতে পারিলাম না, অথচ মনে হইল যেন বিশ্বভুবন জুড়িয়া, কি এক সুমিষ্ট অনা-

হৃত সঙ্গীত মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমার প্রাণ মন সমুদয় হরণ করিয়া লইল। ইহার পূর্ব্বে আমি এরকম মিষ্ট সঙ্গীত কখনও শুনি নাই। সেই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি সমস্ত প্রাণের ভিতর ঝঙ্কার দিতে লাগিল। ইহ-লোকে বা তোমাদের লোকে ভৈরবী, বাগেশ্রী ও বেহাগ রাগিণীগুলিতে তাহার ক্ষীণতম আভাস পাওয়া যায়। এই সঙ্গীত কোথা হইতে আসিতেছে, সে কথা আত্মীয়কে জিজ্ঞাসাই করিতে পারিতেছি না—সঙ্গীতের প্রভাবে আমি সম্পূর্ণ নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলাম। সমস্ত প্রাণের ভিতর দিয়া একটা নীরব আনন্দের উচ্ছ্বাস ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল। আত্মীয়টি বোধ হয় আমার মনের প্রশ্ন জানিতে পারিয়াই বলিলেন যে, এই সঙ্গীত ব্রহ্মলোক হইতে সমুদয় আকাশ

ভেদ করিয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তখন আমার সেই বিমুগ্ধ ভাব ভাঙ্গিয়া গিয়া মুখে কথা আসিল। আর ঠিক সেই সময়ে, সেই পূর্ব্বদৃষ্ট জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ চকিতের মত দেখা দিয়া চলিয়া গেলেন। আমার সমস্ত প্রাণ ভরিয়া ব্রহ্মলোক দেখিবার পিপাসা জাগিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"আমি নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোকে যাইব।"

২১। একাকী ও সঙ্গীহীন।

আত্মীয় বলিলেন—"অত উতলা হইও না; নির্ভয় হও; আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ব্রহ্মলোকে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হও। এখন বাহনে উঠ।" তখন আমি বাহনে গিয়া উঠিলাম। আত্মীয়টি আমার সঙ্গে উঠিলেন না। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তিনি আমার সহিত যাইতে পারিবেন না—তাঁহার সে অধিকার নাই, তাঁহার উপর অন্যান্য কার্য্যের ভার অর্পিত আছে।

তিনি আমাকে আরও বলিলেন যে, এখন অবধি তিনি আমার সঙ্গে আর উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারিবেন না, আর আমিও উচ্চৈঃস্বরে কোন কথা কহিতে পারিব না। আমার যাহা আবশ্যক হইবে তাহা নাকি স্মরণ করিলেই সম্মুখে উপস্থিত হইবে; অথবা নিকটে কোন পরলোকবাসী উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে তাহা ইঙ্গিতে জানাইতে হইবে। এই সকল উপদেশ দিয়া আত্মীয়টি ক্ষণেকের মধ্যে বিদায় লইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমি ইহলোকে বা তোমাদের লোকে থাকিবার সময় যে শুনিয়াছিলাম যে, জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকীই পরলোক গমন করে, একাকীই সুকৃতের পুরস্কার প্রাপ্ত হয় এবং একাকীই দুষ্কৃতেরও ফল ভোগ করে—সেই কথার তাৎপর্য্য এতদিনে আমার চক্ষের

সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। কোথায় বা আমার মা গেলেন, কোথায় বা আমার সেই আত্মীয় গেলেন—এখন আমি নিতান্তই সঙ্গী-হীন ও একাকী—আমার নিজের উপরেই নির্ভর করিয়া আজ আমি অনন্ত ব্রহ্মলোকের যাত্রী হইয়া চলিলাম! এই যাওয়ার আনন্দ, আর এই যাওয়ার ভয়, এই উভয়ের সংমিশ্রণ যে কি প্রকার তাহা তোমরা বুঝিবেও না, আর আমিও তাহা তোমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টাও করিব না।

২২। মহাশূন্যে।

বাহনে চড়িয়া নিজেকে নিতান্তই একাকী অনুভব করিয়া একবার একটু যে মুষড়াইয়া গিয়াছিলাম, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু পরক্ষণেই ব্রহ্মলোকে যাইবার উৎসাহ, আমার আকুলতা-ব্যাকুলতা আমার শোক-দুঃখ সমস্তই ঘুচাইয়া দিয়া আমাকে মহা উৎসাহিত করিয়া তুলিল। আমি তখন সমস্ত প্রাণের সহিত অন্তরে বলিয়া উঠিলাম—জয় ব্রহ্মের জয়—জয় ব্রহ্মলোকের জয়—ওঙ্কারে নিরাকারে নির্বিঘ্নং।

মনে করিলাম—বাহন চলুক। মনে করিতে না করিতেই বাহন হু-হু শব্দে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। এখানকার সকলই যেন সজীব। এই চলার তো তুলনা দেওয়া যায় না—কাজেই হু-হু শব্দে চলিল বলিতে হয়। কিন্তু যে এই প্রকার বাহনে একবার চলিয়াছে, সে ব্যতীত অপর কেহই এই চলার প্রকৃতি অনুভবই করিতে পারিবে না।

কোথায়—কোথায়—চলিয়াছি! কি নিস্তব্ধ! কি গভীর নিস্তব্ধ! এই প্রকার নিস্তব্ধ বলিয়াই পরলোকে লোকেরা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়। স্বচ্ছ ও স্তব্ধ জলাশয়ে যেমন তোমরা নিজের প্রতিমূর্ত্তি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাও, ঠিক সেইরূপ এই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে আমরা নিজেদের অন্তরের অন্তর পর্য্যন্ত যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি বলিয়া

মনে হয়। এই মহাশূন্যের মহা নিস্তব্ধতার সমস্ত চাপটা যেন আমার উপর নামিয়া আসিয়া বলপূর্ব্বক আমার আপনাকে আমার সম্মুখে প্রকাশ করিতে লাগিল। আমার ভাল মন্দ—ইহলোকে আমি যেমনটী ছিলাম—সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। আমাকে পরে কি প্রকার ফল খাইতে হইবে, তাহারও আভাস যেন এইখানেই অনুভব করিতে লাগিলাম। এই নিস্তব্ধতার অসীমতার ভিতরে আমার নিজেকে একবার কত ক্ষুদ্র কত ছোট মনে হইতে লাগিল, আবার পরক্ষণেই ব্রহ্মলোকের যাত্রী বলিয়া নিজেকে কত বড় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম!

২৩। বাহনের বেগ।

এই প্রকার কত-কি ভাবনা লইয়া চলিয়াইছি—চলিয়াইছি—কত তারা নক্ষত্র চক্ষের সম্মুখে চকিতের মত একবার উপস্থিত হইল, আবার পরক্ষণেই দূরে—সুদূরে চলিয়া গেল—কোথায় গেল, কি হইল, জানিবার দেখিবার অবসরও পাইলাম না।

আমার বাহন যে কত বেগে চলিতেছিল, তাহা তোমরা কল্পনাতেও আনিতে পারিবে না। তোমাদের লোকে রেলের গাড়ীই সর্ব্বাপেক্ষা

বেশী বেগে যায় বলিয়া মনে কর আমি জানি। কিন্তু এখানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে আমার বাহন সেই রেলের গাড়ী অপেক্ষা প্রায় আট-শত গুণ অধিক বেগে চলিতেছিল। তোমাদের রেলগাড়ী সাধারণত ঘণ্টায় প্রায় ৩০ মাইল যায়; আমার বাহন চলিতেছিল তোমাদের এক মিনিটে তোমাদের প্রায় ৪০০ মাইল। কত বেগে চলিয়াছি, একবার জানিবার কৌতূহল হওয়াতেই আমি এই গণনা করিয়াছিলাম। আমার বাহন যত বেগে চলিতেছিল, তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী বেগে কত যাত্রীকে চলিতে দেখিলাম। শুনিয়াছি যে, পরলোকে (বর্ত্তমানে আমার এলোকে) এমনও অনেক অধিবাসী আছেন, যাঁহারা বিদ্যুৎ অপেক্ষা, আলোক অপেক্ষাও ক্ষিপ্রগতিতে যাতায়াত করিতে পারেন।

এখানে পাখীর মত একপ্রকার জীবকেও চকিতের মত আকাশের গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া চলিতে দেখিলাম, কিন্তু তাহারা যে কোন্ জাতীয় জীব, তাহা জিজ্ঞাসাও করি নাই, আর জানিতেও পারি নাই।

মনে করিও না যে, আমি তোমাদের লোক ছাড়িয়া আসিয়াছি বলিয়া আমার গতি-বিধির প্রয়োজন নাই—আমার গতিবিধির খুবই প্রয়োজন আছে। তবে, তোমরা যেমন এক পা উঠাইয়া পরে আর এক পা ফেলিয়া চলাফেরা কর, এলোকে সেভাবে চলাফেরা করিতে হয় না।

এখানে আর একটী দেখিলাম এই যে, ঘেঁসাঘেঁসির কোনই অবসর নাই। সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে চলিতেছে ফিরিতেছে—কেহ বা নিজের বাহনে, আর যাঁহারা বাহনের

অতীত হইয়াছেন, তাঁহারা নিজেই ইচ্ছামাত্র চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছেন। আকাশের—মহাশূন্যের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর পড়িয়া আছে—কেহ কাহারও চলিবার পথে বাধাস্বরূপে দাঁড়ায় না—দাঁড়াইবার অবসরই পায় না।

২৪। আমার বাহন।

অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার বাহন, আমার বাহন বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু প্রথমে উঠিবার সময় ব্যস্ততার জন্য আমার বাহন যে কি প্রকার তাহা নিজেও ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই, আর তোমাদিগকেও সে বিষয়ে বলিতে পারি নাই। আমার বাহনটী যখন মহাবেগে বহুকাল ধরিয়া চলিতে চলিতে একস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহা ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাইলাম। আমার

বাহনটীকে তোমরা তোমাদের লোকের গাড়ী বা রেলগাড়ীর মত একটা কিছু ভাবিয়া লইলে মহাভ্রমে পড়িবে। পরলোকের বাহন দেখিয়া তোমাদের লোকের গাড়ীই বল, আর রেলগাড়ীই বল, সে সমস্তকে একটা কিম্ভূতকিমাকার বস্তু, বুদ্ধির অপপ্রয়োগ বলিয়া মনে হইতেছে। আমার বাহন এক-প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা প্রস্তুত, এই পর্য্যন্ত আমি বলিতে পারি। বাহনের ভিতর আমি বসিয়া চলিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতর হইতে আমি চারিদিকের গম্ভীর সৌন্দর্য্য বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। অথচ, মনে করিলেই যে আমি এই বাহন পরিত্যাগ করিয়া সহজে অন্য কোথাও যাইতে পারি, তাহার উপায় নাই। এই বাহনে আমি একাকীই ছিলাম, বাহনের ভিতর চালক কেহই ছিল না।

শুনিয়াছি যে ব্রহ্মলোক হইতেই এই সমস্ত বাহনের গতি কোন অজ্ঞাত ও অদৃশ্য যন্ত্রের দ্বারা নিয়মিত হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তোমাদের লোকে থাকিবার সময়ে ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম যে, শত শত ক্রোশ দূর হইতে কোন্ এক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত আতস কাচের সাহায্যে সূর্য্যরশ্মি সংহত করিয়া শত্রুপক্ষের জাহাজ পুড়াইয়া দিয়াছিলেন। আজকালও তো তোমাদের লোকে তড়িৎশক্তি দ্বারা দূর হইতে বিনা তারে সংবাদ আনা হইতেছে, বিভিন্ন পদার্থের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিবার পরীক্ষা চলিতেছে এবং তাহাতে অনেক পরিমাণে সফলতাও লাভ হইয়াছে।

২৫। পরলোকে কালবিভাগ।

বহুকাল ধরিয়া আমার বাহন চলিবার কথা বলিয়া আসিলাম। আমি বুঝিতেছি বটে যে, আমি কত জিনিস দেখিতে দেখিতে চলিয়া আসিয়াছি; কাজেই তোমাদিগকে বুঝাইবার জন্য আমার বলিতে হইতেছে যে, বহুকাল চলিলাম। কিন্তু তোমরা যে ভাবে কালের বিভাগ কর, সেভাবে এখানে কালের ভাগ করা হয় না। তোমরা সাধারণত একটার পর একটা কাজ করিয়া

সেই হিসাবে কালের বিভাগ কল্পনা কর। এইভাবে কালের বিভাগ কল্পনা করা ব্যতীত অন্য কোন ভাবে কালের বিভাগ কল্পনা করা যায় কি না, তাহা বলিতে পারি না, কারণ আমি সে বিষয়ে কোনই পরীক্ষা করি নাই, করিবার অবসরও হয় নাই। এখানে যে তোমাদের ধরণে কালের বিভাগ কল্পনা করা যায় না, তাহা নহে। আমার বাহনের বেগ যখন পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল, তখন কতকটা তোমাদেরই ধরণে কালবিভাগ করিয়া লইতে হইয়াছিল। তবে এখানে সচরাচর ওভাবে কালবিভাগ করা হয় না। তাহার কারণ এই যে, এখানে ইচ্ছা করিলেই একই মুহুর্ত্তে অনেকগুলি কাজ একসঙ্গে করা যায়। তোমাদের লোকে যেমন সূর্য্য একই মুহুর্ত্তে একসঙ্গেই আলোক প্রদান

করে, পৃথিবীকে উত্তাপ প্রদান করে এবং পৃথিবী হইতে জল আকর্ষণ করে, বৃষ্টির ব্যবস্থা করে, আবার নিজের কক্ষে যথানিয়মে পরিভ্রমণ করিতেও বিরত হয় না, এখানকার লোকেরাও অনেকটা সেইভাবে কাজ করে। ইহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আমি পরলোকে যাইবার পূর্ব্বে শুনিয়া আসিয়াছিলাম যে আজকাল তোমাদের লোকেও এলোকেরই শক্তির ছায়া লইয়া কেহ কেহ নাকি একই মুহূর্ত্তে অনেকগুলি কাজ একসঙ্গে সম্পন্ন করিয়া জনসাধারণকে চমৎকৃত করিতেছেন। তোমাদের লোকে কালের বিভাগ কল্পনা করিবার প্রধান উপায় হইতেছে প্রভাতের সূর্য্যোদয় এবং সন্ধ্যায় সূর্য্যের অস্তগমন। এলোকে প্রভাতে সূর্য্যের উদয়ও হয় না, কাজেই সন্ধ্যাবেলায় সূর্য্য

অস্তাচলেও যায় না। এক কথায়, এখানে প্রভাতও নাই, সন্ধ্যাও নাই। এখানে প্রভাত ও সন্ধ্যা উভয়কালের ভাবমিশ্রিত একপ্রকার অবস্থা নিত্যকালই তো থাকে দেখি। কাজেই এখানে তোমাদের মত সময়ের বিভাগ করা হয় না। এখানে লোকেরা কাজ করিয়া যায় এইমাত্র—সময়ের কোনই ঠিকানা রাখে না, অথচ আবশ্যক হইলে সময়ের হিসাব ঠিক বলিয়া দিতে পারে। ব্রহ্মলোকে নাকি সমস্ত কার্য্যের এবং কাজেই সমস্ত কালের হিসাব নিক্তির পরিমাণে অঙ্কিত থাকে এবং তাহারই অনুরূপ একটী চিত্র বা লিপি এখানে চিত্রগুপ্তেরও নিকট রাখা থাকে।



২৬। ওপারে আহার।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার বাহন চলিতে চলিতে একস্থানে আসিয়া থামিয়া পড়িল। থামিতেই দেখি যে, তোমাদের লোকের উপযুক্ত ক্ষুধাতৃষ্ণার ভাব এখনও সম্পূর্ণ ছাড়িয়া আসিতে পারি নাই। ইচ্ছার একটা অনুভব হইল যে কিছু আহার করি এবং জলীয় কিছু পান করি। মনে এই ইচ্ছা জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিলাম যে, আকাশ হইতে কত সুগন্ধযুক্ত পদার্থ

আমার দেহের সর্ব্বাঙ্গের ভিতর দিয়া সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করিতেছে, আর আমার ক্ষুধাতৃষ্ণাও সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতেছে। তোমাদের লোকে যেমন স্থূলপদার্থ আহার বা পান না করিলে ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না, এখানে সে রকম পানাহারের প্রয়োজনই :হয় না। ঐ প্রকার সূক্ষ্মভাবে পানাহারই এখানকার বিধি। ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পানা-হারের ইচ্ছারও নিবৃত্তি হইয়া গেল। তোমা-দের লোকে যেমন ভাল জিনিস যতই উপ-ভোগ করা যায়, উপভোগের পিপাসাও ততই বাড়িতে থাকে, এখানে সে রকম দেখি-লাম না। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে উপভোগের বাসনাও নিবৃত্ত হইতে লাগিল। তোমাদের লোকে পানাহারের সঙ্গে সঙ্গে দেহে বিশেষ বলাধান হইতে দেখা যায় না।

কিন্তু এখানে ঐ প্রকার সূক্ষ্মভাবে পানাহারের সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভিতরে আশ্চর্য্য বলাধান হইল। আমি বেশ অনুভব করিতে লাগিলাম যে, এখন অবধি ব্রহ্মলোকে যাত্রা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা আমাকে এতটুকুও অবসন্ন করিতে পারিবে না। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল যে আমি ব্রহ্মলোকের পথে আবার যাত্রা করি। বাহনও আমাকে লইয়া চলিল। আবার পূর্ব্বের মত আকাশের ভিতর দিয়া গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবিয়া চলিতে লাগিলাম। ঐ পানাহারের ফলেই হউক বা অন্য যে-কোন কারণেই হউক, এখন অবধি দেখিতেছি যে, ব্রহ্মলোকে যাইবার ইচ্ছাটা ক্রমেই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তোমাদের ও-লোকের যেটুকু ভাবনা কিম্বা

এলোকের সেই আত্মীয়দের সম্বন্ধে যেটুকু চিন্তা মধ্যে মধ্যে মনে উদিত হইত, সে সমস্তই ক্রমে ক্রমে নিলীন হইতে লাগিল। আমার বাহন চলিতে চলিতে অবশেষে আবার এক-স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। কেমন করিয়া বুঝিলাম জানি না, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম যে আমাকে এইখানে নামিতে হইবে। বাহন হইতে আমি নামিলাম।

২৭। প্রথম নদীপার।

সম্মুখেই দেখি এক বৃহৎ নদী। তাহার তরঙ্গ কি ভীষণ! এক মুহূর্ত্তের জন্য ঢেউ-গুলির বিরাম নাই—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুফান উঠিতেছে আর পড়িতেছে! এই নদী জলে প্রস্তুত নহে—একপ্রকার অত্যন্ত তরল পদার্থে প্রস্তুত। এখানে সমস্ত ক্ষণই ঝড়ের মত বাতাস বহিতেছে—মেঘ নাই, কিছু নাই, তবু এই বাতাস। বাতাস বলিলাম,—মনে করিও না যে তোমরা যে রকম বাতাস পাও,

ইহাও সেই রকম বাতাস। বাতাসের মত একটা অনুভবমাত্র পাইতেছি, আর নদীর ঢেউ দেখিতেছি, ইহা ব্যতীত বাতাসের অন্য কোনই লক্ষণ দেখিতেছি না। তোমাদের লোকে যেমন বাতাসের অভাবে প্রাণ বাঁচিতেই পারে না, এখানে সে রকম প্রাণধারণের জন্য বাতাস বলিয়া কোন পদার্থের প্রয়োজনই হয় না।

আমার সম্মুখেই একটী পারাপারের ঘাট বলিয়া মনে হইল এবং সেই ঘাটে একখানি খেয়া নৌকাও বাঁধা আছে দেখিলাম। এই নৌকাও তোমাদের লোকের নৌকার মত নহে—বুঝিলাম যে এই নদী পার হইবার ইহাই একমাত্র উপায়, তাই ইহাকে নৌকা বলিলাম। সেই নৌকাতে উঠে কাহার সাধ্য—বাতাস আর ঢেউ মিলিয়া নৌকাটীকে একেবারে নাস্তানাবুদ করিতেছে।

পার্শ্বে চাহিয়া দেখি, বৃক্ষের মত কি-একটা দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহারই তলে এক শান্তমূর্ত্তি পুরুষ বসিয়া আছেন—কাহারও দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। আমি যখন নৌকায় চড়িবার কোন উপায় দেখিলাম না, তখন মনে মনে ভাবিলাম যে এই সাধুপুরুষের চরণ ধরি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই নদী পার হইবার উপায় বলিয়া দিবেন। তাঁহার চরণ জড়াইয়া ধরিব কিনা, সে বিষয়ে অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিতেছিলাম—অহঙ্কার অভিমান আসিয়া সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতেছিল। অবশেষে যখন বুঝিলাম যে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত নদী পার হইবার আর কোন উপায় নাই, তখন সহসা কি-এক বলে অহঙ্কার অভিমান চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলাম—মুখে

স্বতই উপস্থিত হইল "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতি-রেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা"। তাঁহাকে বড়ই কাতরকণ্ঠে বলিলাম—"আমি ব্রহ্ম-লোকে যাইব, আমি জানিতেছি যে আপনিই আমাকে এই নদীপারে লইয়া যাইতে পারেন; দয়া করিয়া আমায় এই নদী পার করিয়া দিন।" তখন তিনি গম্ভীরস্বরে আমাকে সাহস প্রদান করিয়া বলিলেন—"বৎস, নির্ভয় হও; আমিই এই ঘাটের মাঝি; আমার সহিত নির্ভীকহৃদয়ে এস।"

এই কথা বলিয়া তিনি অগ্রে চলিলেন, আর আমি তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম। তাঁহার কণ্ঠের স্বরেই আমার অনেকটা সাহস আসিয়াছিল। তিনি সেই ঘাটে উপস্থিত হইয়া কি যে অপূর্ব্ব কৌশলে খেয়ার নৌকা ধরিয়া তাহাকে অচলভাবে স্থির করিয়া রাখিলেন,

আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি করুণগম্ভীর স্বরে বলিলেন—"বৎস, নির্ভয়ে নৌকায় উঠ ; কিন্তু উঠিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মলোকের মালিককে প্রাণের ভিতরে ডাকিয়া এই মন্ত্রটী পাঠ কর—ওঁ সদেকং নিধানন্নিরালম্বমীশং ভবাম্বোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।" আমিও ভক্তিভরে ব্রহ্মলোকের মালিককে হৃদয়ের মধ্যে ডাকিয়া মন্ত্রটী পাঠ করিলাম এবং অনায়াসে নৌকায় গিয়া উঠিলাম। সেই সাধুপুরুষ কেমন আশ্চর্য্যরূপে হাল ধরিয়া সমস্ত ভীষণ ঢেউ কাটাইয়া নদীর ওপারে আমাকে লইয়া চলিলেন! এত তো ভীষণ তরঙ্গ—অথচ আমি তাহার কিছুই অনুভব করিলাম না! আমার মস্তক তাঁহার চরণে আপনিই অবনত হইয়া পড়িল।

নৌকা চালাইতে চালাইতেই আমাকে তিনি এই উপদেশ দিলেন যে, নদী যতই ভীষণ হউক না কেন, পার হইবার কালে ঐ মন্ত্রটী ভক্তিভরে পাঠ করিলেই সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে, আর ব্রহ্মলোক যাইবার পক্ষে বিশেষ কোনই বাধা ঘটিবে না। নদীর এপারে কি ভীষণ তরঙ্গ, আর কি প্রচণ্ড ঝড়ের মত বাতাস; নদীর ওপারে পৌছিয়া দেখি যে, তেমনই শান্তভাব—শান্তি যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে! এখানে কত সাধুপুরুষ একত্র হইয়া সেই ব্রহ্মলোকের মালিক মহাদেবের আরতি করিতেছেন দেখিলাম। সাধুপুরুষ আমাকে নৌকা হইতে নামিতে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক"। আমিও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নৌকা হইতে

নামিলাম, আর তিনিও নৌকা লইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

২৮। যাত্রীগণের মধ্যে বিবাদ।

নামিয়া সম্মুখেই চলিতে লাগিলাম—ক্ষুধাতৃষ্ণার একটি কথাও মনে আসিল না, সে সমস্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছে! কত দূর—কত দূর—চলিলাম। চলিতে চলিতে সম্মুখে আর একটী নদী পাইলাম। এই নদীটী প্রথম নদী অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র হইলে কি হয়—ইহারও সেই প্রকার উত্তাল তরঙ্গ, এখানেও সেই প্রবল ঝড়। আমার বোধ হয় যে ব্রহ্মলোকের মালিক আমার প্রাণের

আকাঙ্ক্ষা ঠিক জানিয়াছিলেন। তাই দেখি যে, আমার অজানতই আমি একটা খেয়া-ঘাটে আসিয়াই উপস্থিত হইয়াছি। এখানে দেখি যে, আমারই মত কত যাত্রী পার হইবার জন্য উপস্থিত। তাঁহাদের সকলেই ব্রহ্মলোকে সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইবার বাসনায় পরস্পরকে ঠেলিয়া রাখিতে প্রবৃত্ত। এরূপ বিবাদকলহে প্রবৃত্ত হইলে যে কোনই লাভ নাই, বরঞ্চ যাত্রাপথে বিলম্বেরই সম্ভাবনা, সে কথা তাঁহারা ভুলিয়াই গিয়াছেন। এমন কি, প্রথম নদী পার হইবার কালে সেই সাধুপুরুষ তাঁহাদিগকে যে মন্ত্র প্রদান করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন. তাহাও স্মরণ করিতে তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। এদিকে আমার নদী পার হইতে বিলম্ব হয় দেখিয়া আমি

সেই সাধুপ্রদত্ত মন্ত্রটী ভক্তিভরে পাঠ করিতে লাগিলাম। অমনি কোথা হইতে খেয়ানৌকার মাঝি আমার হাত ধরিয়া ত্বরিতগতিতে নৌকায় উঠাইয়া লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। বিবাদকলহে প্রবৃত্ত যাত্রীরা সকলেই পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন এবং তখন তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিয়া হায়-হায় করিতে লাগিলেন। এই নদীরও ওপারে আসিয়া দেখি যে কত সাধুপুরুষ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। আমিও নৌকার মাঝিকে প্রণাম করিয়া নৌকা হইতে নামিয়া আবার নিজপথে চলিতে লাগিলাম।

২৯। শেষ নদী।

চলিতে চলিতে দেখি যে, আর একটী নদীর খেয়াঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই নদীটী প্রথম দুইটী নদী অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহার তরঙ্গ প্রথম দুইটী নদীর তরঙ্গ অপেক্ষা ভীষণতর মনে হইতে লাগিল। এখানে আর মাঝি কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, মাত্র ঘাটে একখানি খেয়ানৌকা বাঁধা আছে দেখি। মহাবিপদেই পড়িলাম। নৌকা তো এক মুহূর্ত্তেরও জন্য স্থির নহে—

কেমন করিয়া যে তাহাতে উঠি, তাহার কোনই কূলকিনারা দেখিতেছি না। নিকটেও কাহাকে দেখিতেছি না যে তাঁহার চরণ ধরিয়া পার করিতে বলিব। পার তো হইতেই হইবে—এখানে একা-একা বসিয়াই বা কি করিব? কিন্তু তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নৌকার সেই তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়াই তো প্রাণ ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিতে লাগিল। ভয়ের চোটে আমি সাধু-প্রদত্ত মন্ত্র পাঠ করিতেও ভুলিয়া গেলাম। একবার নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করিতে গেলাম—পারিলাম না, পিছাইয়া আসিতে হইল। তখন প্রাণের ভিতর হতাশার একটা গভীর শূন্যভাব আসিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কাতরকণ্ঠে প্রাণের আবেগে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"দয়াময়, এতদূর আনিয়া এই অসময়ে কি আমাকে

পরিত্যাগ করিলে ? কোথা হে দুর্ব্বলের বল, একটীবার দেখা দাও—দাও এই নদীটী পার করিয়া।" মর্ম্ম ভেদ করিয়া এই প্রার্থনা যেমন জাগিয়া উঠিল, অমনি কে জানে কোথা হইতে প্রাণের ভিতর এক আশ্চর্য্য বল ও সাহস আসিল ; কে যেন প্রাণের ভিতর বলিয়া দিল—'নির্ভীকভাবে সংশয়রহিত হইয়া নৌকায় উঠিয়া পড়, নৌকা এমনভাবে প্রস্তুত যে উহাতে চড়িতে পারিলেই উহা আপনিই তোমাকে পরপারে লইয়া চলিবে'। তখন আমি নির্ভীকহৃদয়ে দৌড়িয়া গিয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িলাম। নৌকা ওপারে চলিতে লাগিল।

৩০। সংশয় ও অভয়।

নৌকা কতকদূর চলিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ মনে সংশয় আসিল যে, এত ঢেউ কাটাইয়া কি এই ক্ষুদ্র নৌকা ওপারে যাইতে পারিবে? যেমন সংশয় মনে আসা, সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইতে লাগিল যেন ঢেউগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। নৌকা-খানিও এমন দুলিতে লাগিল যে, আমার প্রাণে মহাভয় উপস্থিত হইল যে, এতদূর আসিয়া অবশেষে বা মৃত্যুমুখে পড়িতে হয়।

মৃত্যুভয় মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়াছিল বটে, কিন্তু আসিবামাত্রেই আবার কাটিয়াও গেল—হঠাৎ মনে অভয় জাগিয়া উঠিল। মনে হইল যে, আমি একবার মৃত্যুমুখে পড়িতে গিয়াও যখন অমৃতের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তখন আবার মৃত্যুভয়?—দূরে যাক মৃত্যু, আর দূরে যাক তার ভয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের ভিতর একটী গান জাগিয়া উঠিল—"জয় দেব জয় দেব, জয় মঙ্গলদাতা, সঙ্কটভয়দুখত্রাতা, বিশ্বভুবন-পাতা, জয় দেব, জয় দেব"। তোমাদের লোকে এই গানটী অনেকবার শুনিয়াছিলাম। আমার মনে পড়ে যে, ঐ গানটী যখন প্রথম শুনি, তখন ব্রহ্মলোকের ক্ষীণতম আভাস আমার প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই বোধ হয়, আজ ব্রহ্মলোকে যাত্রার পথে সংশয়সঙ্কটে সেই গানটীই মনে জাগিল। গানের সঙ্গে সঙ্গে

নদীর তরঙ্গও থামিয়া আসিল—গানের তরঙ্গই যেন নদীর তরঙ্গ স্তম্ভিত করিয়া দিল বলিয়া মনে হইল।

নৌকা ওপারে আসিয়া দাঁড়াইল। আমিও নামিয়া পড়িলাম। এখানে জনকয়েকমাত্র সাধুকে দেখিলাম। তাঁহাদের সহিত কথা-বার্ত্তায় বুঝিলাম যে, আমি নির্ভীকহৃদয়ে নৌকায় উঠিয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়াই এত শীঘ্র ওপারে পৌঁছিতে পারিয়াছি। অনেকে নাকি শত উপদেশ পাইলেও একা এই নদী পার হইতে স্বীকার করেন না—মাঝিরই অনুসন্ধান করিতে থাকেন। এই নৌকার মাঝি খেয়াঘাট হইতে কিছুদূরে অবস্থিতি করেন। মাঝিকে খুঁজিয়া ডাকিয়া আনিতেই সেই সকল যত্রীদের কত যে যুগ কাটিয়া যায়, তাহার ঠিকানাই নাই। তাহার পর পাছে

সেই যাত্রীগণ ভয়ে আকুল হইয়া পড়েন, তাই সেই মাঝি নদীর সেই বড় বড় ঢেউ বাঁচাইয়া এদিকে সেদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নৌকাটী চালাইবার চেষ্টা করেন। তাহাতেও এই ছোট নদীটুকু পার হইতে কত জন্ম যে কাটিয়া যায়, তাহা কে বলিতে পারে? আমি যদি মধ্যপথে ভয় না পাইতাম, তাহা হইলে আরও শীঘ্র এপারে পৌঁছিতে পারিতাম। যাই হোক, আমি নৌকা হইতে যেমন নামিয়া পড়িলাম, নৌকাটীও নিজেই ওপারের খেয়াঘাটে চলিয়া গেল।

৩১। মরুভূমি।

নৌকা হইতে নামিয়া সামান্য কতকটা স্থান দেখি গাছের সারিতে ঢাকা। সেই গাছের সারির পশ্চাতে যে ধূ—ধূ—মরুভূমি পড়িয়া আছে, আমি প্রথমে তাহা দেখিতে পাই নাই। সেই গাছের সারি অতিক্রম করিয়াই দেখি যে, শত-সহস্র যোজনপরিমিত এক সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি ধূ—ধূ—করিতেছে। বহু—বহু—দূরে দেখিতেছি দু'একটী প্রাণী—বোধ হয় আমারই মত ব্রহ্মলোকের যাত্রী—মরুভূমি ভেদ করিয়া

চলিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা বিভিন্ন খেয়াঘাট হইতে পার হইয়া বিভিন্ন পথে মরুভূমির প্রান্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদিগকে উৎসাহের সহিত চলিতে দেখিয়া আমারও প্রাণে উৎসাহ আসিল। এই সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি দেখিয়াই তো প্রথমে আমি একটু হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, কেমন করিয়া কতদিনে এই মরুভূমি পার হইব। মনে মনে অবশ্য এটুকু স্থির করিয়াছিলাম যে, যখন সেই সমস্ত উত্তালতরঙ্গ নদনদী পার হইয়া আসিয়াছি, তখন এই মরুভূমিও যে নিশ্চয়ই পার হইব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবু প্রথমে একটু ভয়ভাবনা আসিয়াছিল বৈকি—কিন্তু সেটুকুও অন্যান্য যাত্রীদিগের উৎসাহ দেখিয়া কাটিয়া গেল।

মরুভূমি বলিলাম বটে; কিন্তু মরুভূমি

বলিলে তোমরা যে প্রকার স্তূপাকার ও সুবিস্তীর্ণ বালুকারাশি মনে কর, এখানকার মরুভূমি সে প্রকার নহে। এখানকার মরুভূমির সহিত বালুকার কোনই সম্পর্ক নাই। এই মরুভূমি তরল ও বায়বীয় পদার্থের মাঝামাঝি কি-এক পদার্থে প্রস্তুত। মরুভূমি না বলিলে ইহার আভাসও তোমরা কল্পনাতে আনিতে পারিবে না, তাই মরুভূমি বলিলাম। এখানে সূর্য্যও নাই, অগ্নিও নাই; তবু কি-জানি কিসের তেজে সমুদয় মরুভূমিটা ভীষণ উত্তপ্ত হইয়া আছে। এখানকার আকাশটাও যেন দিবানিশি উৎকট উত্তাপে ফাটিয়া ফুটিয়া যাইতেছে। যত দূর দৃষ্টি যায়, তত—দূর—কেবল ঐ তরল বায়ব্য পদার্থই দেখা যায়। এই মরুভূমির ভিতর হইতে এক সুতীব্র উষ্মা বাহির হইতেছে—ইহাই ভেদ করিয়া

ওপারে—

আমাকে চলিতে হইবে। উপায় নাই—

চলিতে লাগিলাম।

৩২। পিপাসার যন্ত্রণা।

চলিতে চলিতে পিপাসা পাইল—ক্ষুধা পাইল না। এই পিপাসা পূর্ব্বের ক্ষুৎপিপাসার পিপাসার মত নহে—সহস্র চেষ্টা করিলেও বোধ হয় আমার এখনকার পিপাসার প্রকৃতি তোমাদিগকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিব না—সে ক্ষমতা আমার নাই। পিপাসা বাড়িতে বাড়িতে মনে হইতে লাগিল—আর বুঝি পা চলে না।

এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই যে, যেমন

অনেক যাত্রী উৎসাহ সহকারে ক্ষুধাতৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া এই মরুভূমি পার হইতে উদ্যত, সেইরূপ আবার অনেক যাত্রী সম্ভবতঃ তৃষ্ণার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রহ্মলোকের পথ হইতে ফিরিয়াও চলিয়াছেন, আর কত যাত্রী মৃত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। হায়! তাঁহারা জানেন না যে অমৃতের রাজ্যে সত্যসত্যই মৃত্যু নাই। পিপাসার যন্ত্রণায় তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা ব্রহ্মলোকের যাত্রী। এই পিপাসার দারুণ যন্ত্রণা লইয়া ফিরিয়া গেলেই কি তাঁহাদের নিস্তার আছে? ফিরিয়া গেলে কত যুগযুগান্তর পরে কত জন্মজন্মান্তরে তাঁহারা এই মরুযাত্রার উপযুক্ত দেহ ধারণ করিয়া আবার এই মরুভূমি পার হইবেন, তবে তাঁহারা রক্ষা পাইবেন। তাঁহারা একবার যখন ব্রহ্মলোকের যাত্রী হইয়াছেন, তখন

কোন-না-কোন সময়ে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে পৌঁছিতেই হইবে। পিপাসাকে অন্তর্নিলীন করিয়া যদি তাঁহারা এই যাত্রাতেই এই মরুভূমিটুকু উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন, তবে আর তাঁহাদিগের ব্রহ্মলোকে পৌঁছিবার পক্ষে বাধা দেয় কে? ব্রহ্মলোকের মালিকের এপ্রকার নিয়ম যে, এখানে পিপাসাকে যিনি যতটুকু অন্তর্নিলীন করিবেন, তিনি সেই পিপাসা অন্তর্নিলীন করিবার শক্তি তাহার শতগুণ অর্জন করিবেন; আবার পিপাসার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলে পরাজয়ই স্বীকার করিতে থাকিবেন। তোমাদের লোক হইতে যাঁহারা ব্রহ্মলোকের যাত্রী হই-বার ইচ্ছা করিয়া এখানে আগমন করেন, তাঁহাদের অনেকেই এই মরুভূমির সীমা পর্য্যন্তই আসেন—এই সীমাতেই দাঁড়াইয়া

মরুভূমির গরম সহ্য করিতে পারিব না ভাবিয়া ভয়ে এই সীমা হইতেই ফিরিয়া যান; অনেকে আবার মরুভূমির একটুখানি যাইয়া সত্যসত্যই পিপাসার ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যান এবং বহুকাল পরে মরুযাত্রার উপযুক্ত দেহ লাভ করিয়া তবে এই মরুভূমি উত্তীর্ণ হয়েন।

পিপাসার যন্ত্রণায় আমার যে কি ক্লেশ হইতেছিল, তাহা তোমাদিগকে বুঝাইবার উপায় নাই—তোমরা তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারিবে না। শতসহস্র প্রচণ্ড অগ্নি-কুণ্ডের ঝাঁজ যদি কখনও একসঙ্গে ভোগ করিয়া থাক, তবেই আমার পিপাসার অবস্থা এতটুকুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিবে। পিপাসায় যখন প্রাণ যায়-যায় হইল, তখনই পরলোকে আসিয়া সেই যে প্রথম আত্মীয়ের

সহিত দেখা হইয়াছিল, তাঁহার উপদেশ স্মরণ করিয়া পথপ্রদর্শকের জন্য এদিকে ওদিকে চক্ষু ফিরাইলাম—কোথাও কেহ দৃষ্টিগোচর হইলেন না। একবার দাঁড়াইয়া গেলাম, কিন্তু দাঁড়াই বা কিরূপে? পিপাসার যন্ত্রণার তাড়নায় আবার চলিতে লাগিলাম।

৩৩। অমৃতনির্ঝর।

এইবার বুঝি প্রাণ সত্যই বাহির হয়! কতকটা অজ্ঞানের মত হইয়া পড়িলাম। এদিকে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে প্রাণ তো সত্যই বাহির হইবে না—এখানে যতই অপেক্ষা করিব, ততই কেবল কষ্টই সার হইবে। এ সকল কথা মনে আসিলেই বা কি হইবে? আর যে পারি না—আর যে পারি না—পিপাসার অগ্নিতে প্রাণ যে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইবার উপক্রম! শেষে কষ্টের একেবারে শেষ

সীমায় উপস্থিত হইলাম। তখনই অন্তর হইতে মর্ম্মভেদী ক্রন্দন বাহির হইয়া পড়িল—মা, আর কতকাল আমাকে এই মরুভূমিতে ঘুরাইবে? ক্রন্দনও যেমন বাহির হওয়া, আর কোথা হইতে অমৃতের সুশীতল নির্ঝর নামিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিয়া ফেলিল! আমার পিপাসাও কোথায় মিলাইয়া গেল! দেহমনে নবতর বল লাভ করিলাম। নবতর শক্তি ধারণ করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম।

৩৪। মরীচিকা।

এ—কি!—সম্মুখেই মহাপুরুষের ন্যায় কে যেন আমার সম্মুখে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন—আমিও কিজানি কি এক অজানা আকর্ষণে তাঁহারই পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে থাকিলাম। কতকদূর চলিতে চলিতে দেখি—সম্মুখেই অথচ একটু পার্শ্বে আমার সেই পূর্ব্বলোকের (তোমাদের ইহলোকের) ঘর দ্বার প্রভৃতি সমস্তই দাঁড়াইয়া আছে! এ কি! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! উহা দেখিয়া, আর

সেই পিপাসার যন্ত্রণা স্মরণ করিয়া সহসা মনে হইল যে, এই মরুভ্রমণ ছাড়িয়া ঐ গৃহে আর একবার আশ্রয় গ্রহণ করি! এই মনে করিয়া সরল পথ ছাড়িয়া সেই বাঁকা পথে ছুটিয়া যাই আর-কি! তখন মহাপুরুষ এক ইঙ্গিতে আমাকে যাইতে নিষেধ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে উহা মরীচিকামাত্র। তখন আবার সেই মহাপুরুষের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া মরুভূমির শেষ সীমার কাছাকাছি আসিয়া সম্মুখে দূরে বনের ছায়া দেখিতে পাইলাম। বনের এই ছায়া দেখিবামাত্র যেন তাহার শীতলতা অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে তখন কি যে আনন্দ আসিল, তাহা কি প্রকারে তোমাদিগকে বুঝাইব তাহা জানি না। তখন উৎসাহ আবার দ্বিগুণ হইল—মনের বলে দ্বিগুণ বেগে চলিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে

ওপারে—

মরুভূমি পার হইয়া সেই বনের সীমায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। পথপ্রদর্শক সহসা কোন্ পথে যে অদৃশ্য হইলেন, তাহার কিছুই বুঝিতেও পারিলাম না। বনের সীমায় আসিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য একটুখানি দাঁড়াইলাম।

৩৫। চন্দ্রলোকে।

সম্মুখেই দেখি, শান্তমূর্ত্তি বিশালকায় এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ইঙ্গিতে আমাকে জানাইয়া দিলেন যে, আমার সম্মুখে দুইটী পথ উন্মুক্ত আছে—একটী ব্রহ্ম-লোকে যাইবার, দ্বিতীয়টী চন্দ্রলোকে যাইবার। মরুভূমি পার হইবার কালে পিপাসাকে অন্ত-র্লীন করিবার ফলে আমার দেহমনে এক আশ্চর্য্য বল অনুভব করিতেছিলাম—মনে হইতেছিল যে, ইচ্ছা করিলেই আমি বিশ্ব-

উপায়ে—

ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারি ; কেবল পরিভ্রমণ কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই জয় করিতেও পারি। সম্ভবতঃ সেই কারণে মনে হইল যে, ব্রহ্মলোকে তো যাওয়া হইবেই, কিন্তু ইতিমধ্যে চন্দ্রলোক দেখিবার এমন সুবিধাটা ছাড়া উচিত নহে। ইহা ভাবিয়া আমি সেই মহাপুরুষকে ইঙ্গিতে জানাইলাম যে আমি চন্দ্রলোকেই যাইব।

মহাপুরুষও ক্ষণকাল অপেক্ষা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলেন এবং আমাকে ইঙ্গিতে অনুসরণ করিতে বলিলেন। আমিও অনুসরণ করিলাম। পথে আমাদের উভয়ের মধ্যে একটীও বাক্যালাপ হয় নাই। দেখিতে দেখিতে চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলাম। এখানকার অধিবাসী সকলেই প্রশান্তমূর্ত্তি ও জ্যোতির্ম্ময়। পরলোকে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম যে

সকল আত্মীয়দিগের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, তাঁহাদের অনেককেই এখানে দেখিতে পাইলাম। তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইয়া মাকে দেখিবার জন্য একটু উৎসুক হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মাকে দেখিতে পাইলাম না। প্রাণের ঔৎসুক্যে আমার পথ-প্রদর্শককে চীৎকার করিয়া মা কোথায় জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম। দেখি, আমার মুখ বন্ধ—গলার স্বরই বাহির হইল না; উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিয়া এখানকার গভীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিবার অধিকার আমার নাই। আমার সেই আত্মীয়েরাও কেহই আমার সহিত কথা কহিতেছেন না—তাঁহারা সকলেই আপনাপন কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত। বুঝিলাম যে এখানে ইঙ্গিতে বা দুরানুভূতি (telepathey) দ্বারাই সমস্ত কথাবার্ত্তা নিষ্পন্ন হয়। যাই

হৌক, আমার প্রশ্ন বুঝিয়া সেই পথপ্রদর্শক জানাইয়া দিলেন যে আমার মা বৃহস্পতি-লোকে কোন একটী বিশেষ বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য গিয়াছেন। শুনিলাম নাকি পরলোকযাত্রীদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে প্রয়োজনমত বিশেষ বিশেষ বিষয় বৃহস্পতি-লোকে গিয়া শিক্ষা করিয়া আসিতে হয়।

৩৬। চন্দ্রলোক মৃত নহে।

চন্দ্রলোকে দেখি, অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া আছেন—তাঁহারা নিরালস্য হইয়া কৃষিকার্য্য করিয়া যাইতেছেন। তোমাদের লোকে থাকিবার সময় শুনিতাম যে চন্দ্রলোক মৃত, এখানে নাকি একটীও প্রাণী নাই, আর এখানে নাকি সমস্তই বরফ হইয়া গিয়াছে। এত বড় ভ্রান্ত কথা খুব অল্পই আছে। তোমাদের লোক অপেক্ষা চন্দ্রলোক অনেক বেশী সজীব। এখানকার অধিবাসী

দিগকে দেখিলে তোমাদের লোকের অধিবাসীদিগকে নিতান্ত নগণ্য ক্ষুদ্র জীব বলিয়া মনে হয়। এখানে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষদিগের দিব্য আবাস-স্থান আছে। তাঁহাদের উপযুক্ত আহারাদিও এখানে প্রচুর পরিমাণেই জন্মে। শুনিলাম যে এখানে দুর্ভিক্ষের কথা কেহই কখনও শুনেন নাই। সাধারণতঃ, পৃথিবী অপেক্ষা চন্দ্রলোক কিছু বেশী ঠাণ্ডা—এই মাত্র। এখানকার অধিবাসী, জমীজায়গা প্রভৃতি সমস্তই অনেকটা তোমাদের পৃথিবীরই মত, কেবল সমস্তই অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও দৈবভাবপ্রাপ্ত অর্থাৎ more etherialised। সেইজন্য এখানকার লোকেরা যথাযুক্ত দেহ ধারণ করিয়া অন্যান্য গ্রহে অনায়াসে যাইতে পারেন। সময়ে সময়ে প্রয়োজন হইলে তাঁহারা স্থূল দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতেও নামিয়া

যান। তাঁহাদের নিকট তোমাদের গণনায় একশত বৎসর কিছুই নয়। তাঁহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন পূর্ব্বক আবার চন্দ্রলোকেই ফিরিয়া যান। পৃথিবীর উপযুক্ত স্থূল শরীর ধারণ করিবার পূর্ব্বে চন্দ্র-লোকবাসী একমনে নিজের কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া ধ্যানস্থ হয়েন এবং পৃথিবীতে যাইয়া যে শরীর ধারণ করিবেন, তাহাই সেই ধ্যানের অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ করেন। তার পর তিনি পৃথিবীতে আসিয়া উপযুক্ত গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। শুনিলাম যে, চন্দ্রলোক হইতে সূর্য্যলোকে কেহ যাইতে ইচ্ছা করিলে বিশেষ ক্ষমতাপত্র আবশ্যক—চন্দ্রলোক হইতে সোজাসুজি সূর্য্যলোকে যাওয়া সাধারণত নিষিদ্ধ। সূর্য্যলোকে যাইতে হইলে সাধারণত

পৃথিবী হইতেই যাত্রা সুরু করিতে হয়। চন্দ্রলোকবাসীদের সঙ্গে পৃথিবীর অধিবাসীদের দূরানুভূতির যোগাযোগটা একটু বেশী ঘনিষ্ঠ বলিয়া বোধ হইল।

পথপ্রদর্শকের সঙ্গে চন্দ্রলোকের অনেক স্থানই ঘুরিয়া দেখিলাম। চন্দ্রলোকের মধ্য-ভাগটা খুবই উচ্চ, চারিধারে বেশ নীচু। এই সমস্ত দেখিয়া বেড়াইতে আমার যে কতকাল কাটিয়া গেল, তাহা বলিতে পারি না। দেখিবার বাসনা হইয়াছিল বলিয়াই আমাকে চন্দ্রলোক দেখিতে হইল। এখন দেখা না হইলে, চন্দ্রলোক-দর্শন হইতে নিস্তার কিছুতেই পাইতাম না—দেখিবার সেই তীব্র বাসনা হইতে মুক্তি না পাইলে কোন-না-কোন এক সময়ে আমাকে উহা দেখিবার জন্য ফিরিয়া আসিতেই হইত। একবার

মনে হইয়াছিল বটে যে, আর ঘুরিয়া না বেড়াইয়া সেই বনের সীমায় ফিরিয়া যাই। কিন্তু তখনও বাসনা নিবৃত্তি হয় নাই বলিয়া ফিরিতে তো পারিলাম না! চন্দ্রলোকের চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া পথপ্রদর্শক মহাপুরুষের সঙ্গে সেই চন্দ্রলোক ও ব্রহ্মলোক উভয়ের সঙ্গমস্থলে বনের সীমায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

৩৭। অরণ্যের পথে।

এই সঙ্গমক্ষেত্রে পৌছাইয়া দিয়া সেই পথ-প্রদর্শক মহাপুরুষ আমাকে ইঙ্গিত করিলেন যে অপর পথটী ধরিয়া চলিলেই আমি ব্রহ্ম-লোকে যাইতে পারিব। মরুভূমি পার হইয়াই যে বনের ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলাম, সেই পথটী সেই বনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। এই পথের দুই ধারে বড় বড় গাছের সারি চলিয়াছে, আর সেই গাছগুলির তলে ঘাসের মত ছোট ছোট

গাছের পাতায় যেন সুকোমল তৃণশয্যা রচনা করিয়াছে। কি সরসতা! কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা ভাবিও না যে তোমাদের পৃথিবীতে যে প্রকার গাছ দেখিতে পাও, এগুলিও সেই-প্রকার গাছ! এগুলি অনেকটা তোমাদের লোকের গাছের মত দেখিতে বটে, কিন্তু সেখানকার গাছের মত অতটা জড়ভাবাপন্ন নহে। এখানে প্রত্যেক তৃণটী পর্য্যন্ত যেন প্রাণেতে ঢলঢল করিতেছে। এখানকার গাছগুলি দেখিলে মনে হয় যেন কতই কঠিন, কিন্তু আসলে মোটেই কঠিন নহে। ইহাদের অবস্থা ঠিক বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য। সমস্ত বনেরই গাছগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট; কিন্তু তুমি যেখান দিয়াই যাওনা কেন, সেই পথের গাছগুলি, মনে হইবে, যেন সজ্ঞানে দুই পার্শ্বে সরিয়া গিয়া তোমার পথ প্রস্তুত

করিয়া দিল, আবার তোমার চলিয়া যাইবার পরেই তাহারা স্বস্থানে আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া গেল। এই সকল গাছে ফলের মত কিছুই দেখিলাম না, ফুলও দেখিলাম না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য সুগন্ধ! প্রত্যেক তৃণের প্রত্যেক গাছের এক এক প্রকার সুগন্ধ—প্রত্যেক সুগন্ধ পৃথক। সেই সমস্ত সুগন্ধ গাছেদের প্রাণময় দেহ ভেদ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। গাছগুলি সেই সুগন্ধ প্রতিমুহূর্ত্তে আকাশে ছড়াইয়া দিতেছে, আবার পরমুহূর্ত্তে আকাশ হইতে সুবাস সংগ্রহ করিতেছে। আবার তাহাদের সকলের দেহ হইতে যে সুবাস বাহির হইতেছে, সেই সমস্ত সুবাস মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব নূতন সুবাসের জন্মদান করিতেছে। এই সুগন্ধের ঘ্রাণ লইতে লইতে বনের পথে

চলিতে লাগিলাম। গাছগুলি সুপুষ্টও কেমন! ইহাদের বিস্তৃতি যেমন, দৈর্ঘ্যও তেমনি—চক্ষু উঠাইলেও দৃষ্টি যেন তাহাদের চূড়া স্পর্শ করিতেই পারে না।

কতক দূর অগ্রসর হইয়াছি—তখন প্রাণের ভিতর কি-এক অজানা ভয় আসিয়া দেখা দিল। পরলোকের সেই প্রথম আত্মীয় আমাকে ভয় করিতে নিষেধ করিলেও চতুর্দ্দিকে বনের গভীরতা ক্রমেই বাড়িতে দেখিয়া, সত্য কথা বলিতে কি, বিশেষ একটু ভয় পাইয়াছিলাম। তোমাদের লোক ছাড়িয়া আসা অবধি সেই বড় বড় নদ নদী, সেই মরুভূমি পার হইয়া আসিলাম ; সেই চন্দ্র-

লোক ঘুরিয়া আসিলাম, তবু আমার ভয় গেল না,—ইহাই আশ্চর্য্য! শেষে মনের বলে আরও খানিকটা ভিতর দিকে চলিলাম। ভিতরদিকে আসিয়া মাথার ভিতর গোলমাল লাগিয়া গেল—পথ ভুলিয়া গেলাম; পথ আর খুঁজিয়াই পাই না। একটু আগাইয়া চলিলে বোধ হয় পথ ঠিকই পাইতাম—ভয়ের কারণেই সম্ভবত আগাইতেও পারি নাই, আর তাই পথও খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। সরল পথে আগাইয়া চলিলেই যে ব্রহ্মলোকের পথে পড়িব, সে কথা একটীবারও মনেই আসিল না। তখন কি করি—একবার দক্ষিণে, একবার বামে, একবার এদিকে, একবার সেদিকে ঘুরিয়াই মরি! তোমরা বোধ হয় ইহাকেই গোলোকধাঁধা বলিতে। ভিতরে প্রবেশ করিবার

সময় যে সাহস ছিল, যতই পথ খুঁজিয়া পাই না, ততই সেই সাহস অল্পে অল্পে বিলীন হইতে লাগিল। এত যে ঘুরিতে লাগিলাম, তবু একবার মনে হইল না যে, এখানে কে কোথায় আছে একবার ডাকিয়া দেখি। সেই আত্মীয় তো বলিয়াই দিয়াছিলেন যে, প্রাণ ভয়েই হউক বা ভক্তিভরেই হউক "আমায় রক্ষা কর" বলিয়া ডাকিলেই কেহ না কেহ আসিয়া পথ দেখাইয়া দেন—ইহাই ব্রহ্মলোকের মালিকের ব্যবস্থা। কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। ঘুরিতেছি—ঘুরিতেছি—যতই ঘুরিতেছি, ঘোরা ততই বাড়িয়া যাইতেছে, ভয়টাও সঙ্গে সঙ্গে ততই বাড়িয়া উঠিতেছে। বুঝিতেছি বটে যে, এই প্রকার ঘুরিতে ঘুরিতে কতকাল কাটিয়া গেল—আর কাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু কি

করি, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ক্রমে ভয়টা বাড়িতে বাড়িতে সহসা এতই বাড়িয়া উঠিল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন তাহা বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে।

কি জানি, আমি ইচ্ছা না করিলেও আমার মুখ দিয়া এই কাতর ক্রন্দন বাহির হইয়া পড়িল—"বাবা গো, কে আছ এখানে, আমায় রক্ষা কর, আর আমাকে এই গোলকধাঁধায় ঘুরাইয়া মারিও না!" যেমন বলা, অমনি কোথা হইতে এক মহাপুরুষ আসিয়া করুণার হাসি হাসিয়া বলিলেন যে, "এখানে চেঁচাইয়া কথা কহিবার নিষেধ নাই।" তিনি বলিলেন—"তুমি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছ, পথ দেখিতে চাহ? তোমার সম্মুখেই ব্রহ্মলোকে যাইবার এই সরল পথ পড়িয়া আছে।

তুমি নিজের অহঙ্কার অভিমানের উপর অতি-মাত্র নির্ভর করাতেই ভয়ে কাতরও হইয়া পড়িয়াছিলে, আর তোমার সম্মুখে যে সরল পথ আছে, তাহাও দেখিতে পাও নাই। এখানকার ব্যবস্থাই এই যে, এই বনের প্রত্যেক রাস্তা প্রত্যেক গলিঘুঁজি সেই ব্রহ্মলোকে গিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু নিজের অহঙ্কার অভিমান সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন না দিলে সেই রাস্তা কিছুতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই, ব্রহ্মলোকের যাত্রীরা যতটুকু অহঙ্কার অভিমান ছাড়িয়া দেন, ততটুকুই তাঁহারা অগ্রসর হয়েন, আবার গোলোকধাঁধায় পড়িয়া যান। এই কারণে তাঁহাদের অনেকেই এই বন হইতে অত্যন্ত মন্দগতিতে অগ্রসর হয়েন। তুমি আমার অনুসরণ কর।

৩৯। রোগমোচন ফল।

পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করিয়া চলিতেছি, এমন সময়ে কি এক জ্যোতি, কি এক মহিমা আমার চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। সেই জ্যোতি চক্ষে প্রতিভাত হইতেই আমার ব্রহ্ম-লোকে সত্বর যাইবার ইচ্ছাটা খুবই বেশী হইয়া উঠিল। তখন সেই পরলোকের প্রথম আত্মীয়ের কথাও মনে পড়িল যে, অরণ্যের পথে চলিতে চলিতেই ব্রহ্মলোক একবারমাত্র চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং পরক্ষণেই

অন্তর্হিত হইয়া যায়। আমি বুঝিলাম যে ব্রহ্মলোকেরই জ্যোতি আমার নয়নে প্রতিভাত হইয়াছিল। ব্রহ্মলোকে যাইবার প্রবল ইচ্ছা লইয়া পথপ্রদর্শকের পশ্চাতে পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছি, এমন সময়ে পথিমধ্যস্থ একটা গাছে দেখি যে, একটী সুন্দর সুপক্ক ফল ঝুলিয়া রহিয়াছে। এতদূর পর্য্যন্ত বনের পথ ভেদ করিয়া আসিলাম—কৈ, কোন গাছে একটীও ফল তো দেখিতে পাই নাই। কিন্তু এই স্থান অবধি সম্মুখে যতই গাছ দেখিতেছি, সকলগুলিই দেখি ফলভারে অবনত—কাঁচা, আধ-পাকা, পূর্ণপক্ক—এই রকম কত শত ফলে গাছগুলি একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। কোন কোন ফল আবার এমন কুৎসিৎ-আকার যে, তাহাকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হয় না—কিন্তু তাহার ভিতরটা হয়তো খুবই মিষ্ট। শুনিলাম

যে, প্রত্যেক যাত্রীর জন্য এই সমস্ত ফলের এক একটী বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে—সেই সেই যাত্রী এখানে আসিলেই প্রত্যেকের সম্মুখে নিজের নিজের উপযুক্ত ফলটী উপস্থিত হয়। যে যাত্রী সম্মুখে উপস্থিত ফল ভক্ষণ করেন, তিনিই সত্বর ব্রহ্মলোকের পথে চলিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। যে যাত্রী প্রাণের আবেগে অশ্রুপাত করেন, তাঁহার নাকি আর ফল খাইবার প্রয়োজনই হয় না। তাঁহার অশ্রুর উষ্ণায় নাকি তাঁহার আহার্য্য ফলটী শুকাইয়া ঝরিয়া যায়। কিন্তু এ প্রকার প্রাণের আবেগ আসিতে কত জন্মজন্মান্তর যে কাটিয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই।

৪০। বৃহস্পতিলোকের যাত্রী।

রোগমোচন ফলের বিষয় পথপ্রদর্শকের নিকট শুনিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া গিয়াছি, এমন সময়ে প্রলয়-ঝড়ের মত একটা আওয়াজ মহা-শূন্যের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কানে আসিতে লাগিল; সেই সঙ্গে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াও উঠিতে লাগিল। আমি চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম—কোথাও ঝড়ের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না এবং আলোকেরও কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

আওয়াজ ক্রমেই কানের নিকট আগাইয়া আসিতে লাগিল ; আর আলোকটাও ক্রমে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। পল্লীগ্রামের সুবিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে কোন একস্থানে সন্ধ্যা-বেলা দাঁড়াইয়া থাকিলে দেখা যায় যে, সময়ে সময়ে কোন কোন জাতীয় পক্ষী একটী বৃহৎ দলবদ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ আকাশ ভেদ করিয়া কানের কাছ দিয়া চলিয়া যায়। সেই সময়ে যে প্রকার আওয়াজ শোনা যায়, তাহা যদি তোমরা কখনও শুনিয়া থাক, তবেই এই আওয়াজের ক্ষীণতম আভাস মনের মধ্যে কল্পনা করিতে পারিবে। অবাক হইয়া আওয়াজ ও আলোকের কারণ সন্ধান করিবার জন্য এদিক ওদিক দেখিতেছি, এমন সময়ে চকিতের মধ্যে সেই আওয়াজ মাথার উপর দিয়া সুদূরে চলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে

আকাশও মুহূর্ত্তের জন্য এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ঝলসিয়া উঠিল। তখন আমি পথপ্রদর্শককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, সূর্য্যলোকের কতকগুলি অধিবাসীকে বৃহস্পতিলোকে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য এবং সেখানে তথাকার উপযুক্ত কারখানা প্রভৃতি দাঁড় করাইবার জন্য পাঠানো হইতেছে। তাঁহাদেরই গতির বেগে এই আওয়াজ শোনা যাইতেছিল, আর তাঁহাদেরই জ্যোতিতে আকাশ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৃহস্পতিলোকই পরলোকের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কোথায় বা সূর্য্যলোক, কোথায় বা বৃহস্পতিলোক, আর কোথায় বা আমি!

৪১। ফল ভক্ষণ।

এই সমস্ত ভাবিতেছি, এমন সময় পথপ্রদর্শক আমাকে বলিলেন—"তুমি যে প্রকার প্রাণভয়ে রক্ষার জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছিলে, ব্রহ্মলোকযাত্রীদের অনেকে পথে খুব কষ্ট পাইলেও অভিমান ও অহঙ্কারবশে কাঁদিতে পারেন না—তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ফল খাওয়া ব্যতীত ব্রহ্মলোকে যাইবার অন্য উপায় নাই। তোমার মত কেহ কাঁদিয়া উঠিলে, ব্রহ্মলোকের মালিক যে সকল সহস্র সহস্র পথপ্রদর্শক

রাখিয়া দিয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষদিগের মধ্যে কাহারও-না-কাহারও প্রাণে আঘাত পড়ে; তখন যাঁহার প্রাণে আঘাত পড়ে সেই পথপ্রদর্শকই আসিয়া সেই ব্যাকুলপ্রাণ যাত্রীকে আশ্রয় দিয়া ব্রহ্মলোকে যাইবার পথ দেখাইয়া দেন। তুমি প্রাণের আবেগে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলে বলিয়াই আমি তোমাকে পথ দেখাইবার জন্য আসিয়াছি বটে, কিন্তু এই ফলটী খাইলে যত শীঘ্র তোমাকে এই বনের সীমাতে লইয়া যাইতে পারিব, না খাইলে তত শীঘ্র পারিব না। এই ফলটী খাইলেই তোমার সামান্য বা বৃহৎ যে কোন রোগ আছে, সমস্ত রোগ হইতেই তুমি মুক্তি লাভ করিবে, ব্রহ্মলোক দেখিবার এক আশ্চর্য্য দৃষ্টিলাভ করিবে এবং ত্বরিতগতিতে ব্রহ্মলোকে যাইবার শক্তি লাভ করিবে।" তখন সেই

পরলোকের প্রথম আত্মীয়, যিনি আমাকে পথের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার এই ফলের বিষয়ে উপদেশ মনে পড়িল। সেই উপদেশ মনে পড়াতে আমি ফলটী পাড়িয়া লইলাম। মনে করিলাম যে, এই মহাপুরুষ যখন আমায় পথ দেখাইবার জন্যই আসিয়াছেন, আর আমারও যখন ব্রহ্মলোকে যথাসম্ভব শীঘ্রই যাইতে হইবে, এবং বিশেষত যখন সেই আত্মীয়টী আমাকে পূর্ব্বাহ্নেই নির্ভয়ে এই ফল খাইবার উপদেশও দিয়াছেন, তখন বিলম্ব না করিয়া ফলটী খাওয়াই ভাল স্থির করিলাম। যেমন মনে করিলাম, অমনি আমার সর্ব্বাঙ্গের ভিতর দিয়া তাহার রস প্রবেশ করিতে লাগিল বুঝিতে পারিলাম। প্রথম রসটা যে কি তিক্ত বোধ হইল তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই ফল খাইবার

মজা এই যে, একবার ইহার রস টানিতে আরম্ভ করিলে সমস্ত রসটুকু শেষ না করিয়া ছাড়া অসম্ভব। খানিকটা রস প্রবেশ করিবার পর যে রস আসিতে লাগিল, তাহা তেমনই সুমিষ্ট লাগিতে লাগিল। তখন খাইবার উৎসাহ বাড়িয়া গেল। খুব শীঘ্র ফলটী খাইয়া শেষ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যতই খাই ততই তাহা রসে ভরিয়া যায়। খুব ধীরে ধীরে সেই ফলটী ক্ষীণ হইতে লাগিল। এইভাবে সেই ফলটী খাইয়া শেষ করিতেই কত কাল কাটিয়া গেল! যখন শেষ করিলাম, তখন দেখি, সত্যই এক আশ্চর্য্য দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছি এবং ব্রহ্মলোকে যাইবার উপযুক্ত বলও লাভ করিয়াছি। তখন আবার সেই পথপ্রদর্শক মহাপুরুষের প্রদর্শিত পথে ত্বরিতগতিতে চলিয়া

ওপারে—

এই সুবিস্তীর্ণ অরণ্যের গোলোকধাঁধা পার হইয়া ব্রহ্মলোকের পথে পড়িলাম।

৪২। সূর্য্যলোকে।

পথপ্রদর্শকের সঙ্গে ব্রহ্মলোকের পথে যাইতে যাইতে শেষে ব্রহ্মলোকের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখি যে, ব্রহ্মলোকের দ্বার বন্ধ। পথপ্রদর্শককে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সূর্য্যলোক হইতে একবার ঘুরিয়া না আসিলে ব্রহ্মলোকে প্রবেশের উপযুক্ত হওয়া যায় না—ব্রহ্মলোকের তেজ ধারণ করিবার শক্তি অর্জিত হয় না। আমার মনে মনে আনন্দই হইল—চন্দ্রলোক

দেখিয়া আসিয়াছি; এইবার সূর্য্যলোক দেখিব। পথপ্রদর্শক মহাপুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান আর একটী মহাপুরুষকে দেখাইয়া বলিলেন—"এই যে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন, তুমি ইঁহার সঙ্গে যাও, ইনিই তোমাকে সূর্য্যলোক দেখাইয়া আনিবেন"। ইহা বলিয়া মুহুর্ত্তেরও জন্য অপেক্ষা না করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দেখিয়া তাঁহার চরণে আমার মস্তক ভক্তিতে অবনত হইয়া পড়িল। তিনি একটী কথাও কহিলেন না। তাঁহার ইঙ্গিতে বুঝিলাম যে সূর্য্যলোকে চেঁচাইয়া কথা বলা নিষিদ্ধ। চন্দ্রলোকের ন্যায় সূর্য্যলোকেও ইঙ্গিতে বা telepathy দ্বারা কথোপকথন চলে। এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ এদিকে কি শান্ত, কি ধীর, কি বিরাট! কিন্তু ইহাঁর

সর্ব্বাঙ্গ দিয়া প্রাণের তরঙ্গ, কর্ম্মের তেজ কি-রকম একেবারে ফুটিয়া বাহির হইতেছে! মহাপুরুষ আমাকে ইঙ্গিতে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। চলিতে চলিতে তাঁহাকে সূর্য্য-লোকে চেঁচাইয়া কথা বলার নিষেধের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সূর্য্যলোকের অধিবাসীদিগের হাতে যে সকল কাজের ভার দেওয়া আছে, চেঁচাইয়া কথা বলিতে গেলে সে সমস্ত কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে করা যাইতে পারে না—চেঁচাইয়া কথা বলার সর্ব্বপ্রধান দোষ এই যে, অনেক সময় ও শক্তি বৃথা নষ্ট হয়। বুঝিলাম যে তোমাদের ইহলোকেও ঠিক ঐ কারণেই যাঁহারা যোগ-সাধনে অগ্রসর হইতে চাহেন অথবা যাঁহারা সংসারে কোন এক বিষয়ে সংসিদ্ধ হইতে

চাহেন, তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই মৌন অবলম্বন করিয়া লোকের নিন্দা বা প্রশংসাকে তুচ্ছ করিয়া নিজের কার্য্য সাধন করিয়া চলেন।

যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই বেশ স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন একটা ভয়ানক তেজের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি। মরুভূমিরও গরম ভোগ করিয়া আসিয়াছি বটে; কিন্তু এ তেজ সেপ্রকারের নহে—ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের, অনেকটা বৈদ্যুতিক ধরণের। সহস্র লক্ষ তড়িৎ-শক্তি একত্র হইবার কল্পনা যদি তোমরা করিতে পার, তবেই এই ভাবের ক্ষীণতম আভাস পাইতে পার। তবু এই তেজ আমার পক্ষে বিশেষ অসহ্য হইতেছিল না—বেশ সহ্য হইতেছিল।

এতক্ষণ আমি পথপ্রদর্শকের সঙ্গে যে পর্য্যন্ত আসিলাম, তাহা সূর্য্যলোকের বহিরংশ। ইহার পর অবধি সূর্য্যলোকের অন্তরংশ। তেজোময় সূক্ষ্মতর দেহ ধারণ না করিলে ইহার ভিতরে কেহই যাইতে পারে না। পথপ্রদর্শক একটীও কথা না বলিয়া আমাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক তেজোময় দেহ বা আবরণ পরাইয়া দিলেন। তাহার তেজ বাহিরের সূর্য্যতেজকে প্রতিষেধ করিবে। বলা বাহুল্য যে সেই আবরণের ভিতর দিয়া আমার দৃষ্টির কোনই ব্যাঘাত ঘটে নাই। আমি সেই বর্ম্ম পরিধান করিয়া সূর্য্যলোকের তোরণের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। ফটক বন্ধ। অবশেষে পথপ্রদর্শকের ইঙ্গিতে আদেশ পাইয়া এই মন্ত্র মনে মনে ভক্তিভরে পাঠ করিলাম—"তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে"। মন্ত্রটী পড়িবামাত্র তোরণদ্বার

সহসা উন্মুক্ত হইয়া গেল। মুহুর্ত্তের মধ্যে পুনরায় বন্ধ হইয়া যাইবে। চকিতের মধ্যে পথপ্রদর্শক ও আমি সূর্য্যলোকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম—তোরণদ্বারও বন্ধ হইয়া গেল। অনেক যাত্রী নাকি এ পর্য্যন্ত আসিয়াও সূর্য্যলোকের তেজঝলসিত আভ্যন্তরীণ মূর্ত্তি দেখিয়া মুহুর্ত্তের জন্য ইতস্তত করিতে থাকেন, ইতিমধ্যে তোরণদ্বারও বন্ধ হইয়া যায়। তখন তাঁহাদিগকে আবার অনেক কাল সেই দ্বারের সম্মুখে অপেক্ষা করিতে হয়। অধিকাংশ স্থলেই যখন কোন মহাপুরুষ নূতন যাত্রীকে সঙ্গে লইয়া আসেন, তখন তোরণদ্বার পুনরায় উন্মুক্ত হইলেই তাঁহারাও প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা অপেক্ষা করিবার ক্লেশ সহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ফিরিয়া আসেন, তাঁহারা আবার সূর্য্যের

বহির্মণ্ডলে ঘুরিয়া, সেই অরণ্যের মধ্যে ঘুরিয়া অবশেষে শ্রান্তক্লান্তদেহে আবার এই তোরণদ্বারে ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহারা তোরণদ্বার উন্মুক্ত দেখিলেই কোন-প্রকার ইতস্তত না করিয়াই একেবারে ঢুকিয়া পড়েন। আমি যখন সূর্য্যালোকে প্রবেশ করিলাম, তখন তোরণের সম্মুখে অপর কোন যাত্রীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি নাই।

৪৩। সূর্য্যলোকে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র।

ঢুকিয়াই চারিদিকে কাজের কারখানা দেখিয়া একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেলাম! কি দেখিতেছি—চারিধারে কেবল কাজ—কেবল কাজ! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা—এত বড় যে, তোমরা তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারিবে না। এক-একটী কারখানা এক-একটী ছোটখাট পৃথিবী। কোন কারখানাতে নানা গ্রহ হইতে জল উঠাইয়া কেবল সংগ্রহ করিবারই ব্যবস্থা হইতেছে;

উপায়ে—

আবার কোন কারখানা হইতে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে জলবিতরণের ব্যবস্থা হইতেছে। তোমাদের লোকের মত এখানকার কল-কারখানা নহে—তোমাদের কলকারখানায় অনেক শক্তির অপচয় হয়; কিন্তু এখানকার কোন কারখানায় একটী কেশপরিমিত অংশেও শক্তির অপচয় হইবার অবসরই নাই। সূর্য্যলোকই ব্রহ্মলোকের মালিকের স্থাপিত বৃহত্তম কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া বোধ হইল।

৪৪। জলসরবরাহের কারখানা।

জল তুলিবার কারখানায় যাইয়া দেখি—বিদ্যুতের মত অথচ তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর তেজ সেই কারখানা হইতে বিভিন্ন গ্রহে চালিত হইতেছে, আর এক এক মুহূর্ত্তে তোমাদের পৃথিবী হইতে, এ গ্রহ সে গ্রহ হইতে রাশি রাশি জল উঠিয়া আসিতেছে। সেই জল আবার কি সুন্দর কৌশলে বিভিন্ন গ্রহেরই আকাশের যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইতেছে। এখান হইতে জলবিত-

রঙের কারখানা দেখিতে গেলাম। সেই কারখানা দেখিতেছি, এমন সময়ে কোথা হইতে সংবাদ আসিল যে, সেখানে জল আবশ্যক। এই সংবাদ কতকটা আজ-কালকার তারহীন টেলিগ্রাফের ধরণে আসিল বটে—কিন্তু কি সূক্ষ্ম কৌশল ও বন্দোবস্ত—এই সংবাদবাহী যন্ত্রের কোথাও একটু বিকল হইবার উপায় নাই। লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী সংবাদ এই কারখানাতে আসি-তেছে, অথচ এ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তও এই সংবাদবাহী যন্ত্র বিকল হইয়াছে বলিয়া শুনি-লাম না। এই সংবাদ আসিল বটে, কিন্তু তাহার উত্তরে তোমাদের লোকের মত প্রতি-সংবাদ দেওয়া হইল না যে জল দেওয়া হইবে অথবা হইবে না। সংবাদ আসিবামাত্র দেখা

হইল যে, যে স্থান হইতে জল চাওয়া হই-য়াছে, সেই স্থানের জন্য কত জল সঞ্চিত আছে এবং এখন সত্য সত্যই সেখানে কত-টুকু জল আবশ্যক। এই সমস্ত দেখাইবার জন্য অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় যন্ত্রসকল সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে। সেই সকল যন্ত্রের কাছে কোন কিছু সংবাদ জানিবার জন্য দৌড়াইয়া যাইতে হয় না, ইচ্ছা করিলেই সেই সকল যন্ত্র হইতে প্রয়োজনীয় সংবাদ তোমার অন্তরে আসিয়া উপস্থিত হয়। জলের জন্য প্রার্থনা পৌঁছিলে পরই মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রয়ো-জনীয় সংবাদ লওয়া হইল এবং ঠিক প্রয়ো-জনমত জল সেই জলপ্রার্থী স্থানে বিতরণ করা হইল।

তোমাদের কল্পনাতেও আসিবে না যে, এই সমস্ত কাজ কত শীঘ্র সম্পন্ন হইল। এক

সেকেণ্ডে দুইটী গুলি ছোড়া যায়, তোমাদের লোকে একথা যদি পূর্ব্বে কেহ বলিত, তোমরা কি তাহা বিশ্বাস করিতে? কিন্তু এখন তাহা তোমাদের প্রত্যক্ষ হওয়াতে তোমরা আর তাহা অবিশ্বাস করিতে সাহস কর না। সেইপ্রকার তোমাদিগকে আমি বলিতেছি যে, এক সেকেণ্ডকে যদি সহস্র-ভাগে বিভক্ত বলিয়া কল্পনা করিতে পার, তবে সেই সহস্রাংশের এক অংশে এই সংবাদ-প্রাপ্তি হইতে জলবিতরণ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইল বলিয়া তোমাদিগকে এখানকার কার্য্যের ক্ষিপ্রতার অতি সামান্য আভাস দিতে পারি।

৪৫। সূর্য্যলোকের কার্য্য-প্রণালী।

তখন আমার মনে একটী প্রশ্ন জাগিল এই যে, সূর্য্যলোকে যদি এই রকম নিখুঁৎ বন্দোবস্ত, তবে পৃথিবীতে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হয় কেন? আমার মনের এই প্রশ্ন বুঝিয়া পথপ্রদর্শক বুঝাইয়া দিলেন যে, সূর্য্যলোকের অধিবাসীরা কেবল পৃথিবীরই দিকে দেখেন না, অথবা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেরই সুখদুঃখের প্রতি লক্ষ্য করেন না। তাঁহাদের কারখানাতে সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে পরস্পর-সম্বন্ধ এবং

তাহাদের অতীত লক্ষকোটী বৎসরের ও ভবিষ্যৎ লক্ষকোটী বৎসরেরও প্রত্যেক মুহূর্ত্তে কিরূপ ঘটনা ঘটিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উন্নতি-সাধন হইয়াছে এবং কিরূপ ঘটনা ঘটিলে উন্নতি সাধন হইবে, সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অঙ্কিত আছে—সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সূর্য্যলোকের কার্য্য পরিচালিত হয়।

৪৬। সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর ঘনিষ্ট যোগ।

এখানেও দেখি, যথানিয়মে সময়ে সময়ে কারখানাগুলিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে এখানে এক ঘণ্টা বিশ্রামের ফলে তোমাদের লোকে এক বৎসর অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রলোকে কোন কিছু ঘটিলে তাহার ফলে তোমাদের পৃথিবীতে নানাবিধ পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত অনেক সত্বর ঘটিতে দেখা যায়; তাহার কারণ, চন্দ্রের সঙ্গে পৃথিবীর দূরাত্ব-

ভূতির যোগটা কিছু বেশী ঘনিষ্ট রকমের। সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর যোগ খুবই ঘনিষ্ট রকমের হইলেও তোমরা সাধারণতঃ তত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পার না; তাহার কারণ বোধ হয়, তোমরা পরলোকে আসিবার পর চন্দ্রলোকে যত সহজে আসিতে পার, সূর্য্যলোকে তত সহজে যাইতে পার না—অনেক বিঘ্নবিপত্তি উত্তীর্ণ হইয়া তবে সূর্য্যলোকে পৌঁছিতে পার। সেই কারণে অনেক সময়ে তোমরা চন্দ্রলোকের সঙ্গে দূরানুভূতির যোগ বাঁধিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক হও, সূর্য্যলোকের সঙ্গে সেরূপ উৎসুক হও না। দূরানুভূতির যোগ বাঁধিতে গেলে উভয় সীমায় যোগ বাঁধিবার একটা একাগ্রতা চাই। তাই সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সূর্য্যলোকে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটিলে তখন তোমাদের সেখানকার সঙ্গে যোগ বাঁধিবার

একটা আগ্রহ জন্মে এবং তখন উভয়লোকের মধ্যে দূরানুভূতির যোগের ঘনিষ্টভাব তোমাদের হৃদ্গত হয়। সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা গভীর সহানুভূতি যে আছে, বেশ একটা গভীর টান যে আছে, তাহা একটু পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায়। সূর্য্যলোকের কারখানাগুলির কমবেশী চলিবার উপর চন্দ্র ও পৃথিবীরও শীত-গ্রীষ্মের তারতম্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে দেখিলাম।

৪৭। গ্রহনির্ম্মাণের কারখানা।

জলসরবরাহের কারখানাগুলি দেখিয়া আর একটা কারখানাতে গিয়া পড়িলাম। এখানে শত শত গ্রহ নির্ম্মিত হইয়া প্রতি-মুহূর্ত্তেই আকাশের যথাস্থানে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ব্রহ্মলোকের নিকটবর্ত্তী সূর্য্যালোকের অধি-বাসীগণ কি বলের সহিত সেই গ্রহগুলি নিক্ষেপ করিতেছেন! তোমরা এখন আর সূর্য্য হইতে এইভাবে গ্রহ নিক্ষিপ্ত হওয়া দেখিতে পাওনা বল বটে; কিন্তু আমি তো

দেখিতেছি, এখনও প্রতিমুহূর্ত্তেই শত শত গ্রহ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। সেই সমস্ত গ্রহগুলি যখন তোমাদের দৃষ্টির উপযুক্তরূপ সংহত হইয়া আসিবে, তখনই সেগুলি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে।

৪৮। আকাশ নীল কেন ?

তোমাদের লোকে থাকিবার কালে আমার একটা বিষয় জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল ছিল যে, সমস্ত আকাশটা নীল দেখায় কেন ? এখন বুঝিলাম যে, সূর্য্য-লোকের কারখানাসমূহের তেজরাশি সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে বলিয়াই আকাশ নীল দেখায়।

এইরূপে সূর্য্যলোকের তড়িৎ-উৎপাদক প্রভৃতি আরও নানাবিধ কারখানার সুবৃহৎ ব্যাপার দেখিয়া পথপ্রদর্শকের সঙ্গে সেই ব্রহ্ম-লোকের পথের মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

৪৯। ব্রহ্মলোকের পথে।

সূর্য্যলোক হইতে ব্রহ্মলোক বড় অধিক দূরে নহে। ব্রহ্মলোকের পথের মুখে আসিয়া পথপ্রদর্শক আমার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শুনিলাম যে ব্রহ্মলোকে প্রবেশের জন্য পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন নাই। এখানে প্রত্যেক যাত্রীকে আপনার পথ আপনাকেই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ঠিক করিয়া লইবারও তেমন বিশেষ কিছুই নাই—সরল পথ—সম্মুখেই রহিয়াছে দেখিলাম।

আমি সেই সরল পথই ধরিয়া চলিলাম। কতকদূর গিয়াই ব্রহ্মলোকের তোরণদ্বার দেখিলাম। এই তোরণ আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত। যেমন শতদলের প্রত্যেক পত্রের প্রত্যেক অংশে এক একটী শতদলেরই মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মলোকের এই তোরণ-দ্বারটী এবং তাহার প্রত্যেক বিন্দুটী পর্য্যন্ত ওঁ এই অক্ষয়ের আকারে গঠিত। তোরণটী একবার প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় খুলিয়া যাইতেছে, আবার পরক্ষণেই বন্ধ হইয়া যাইতেছে। এই ব্রহ্মলোকের তোরণের সম্মুখে দেখি, অসংখ্য অসংখ্য যাত্রী প্রবেশের অধিকারলাভের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া আছেন। তোরণ খুলিবার সময় তাঁহাদের কি আনন্দ—যাঁহারা অধিকার পাইলেন, তাঁহারা ঢুকিলেন; আর যাঁহারা অনধিকারী

বলিয়া প্রবেশের অধিকার পাইলেন না, তোরণদ্বার রুদ্ধ হইবার সময়ে তাঁহাদের তেমনই নিরানন্দ।

ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিব ভাবিয়াই আমারও সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা অপূর্ব্ব আনন্দের বেপথু হইতেছিল, আমার অন্তর বাহির ভেদ করিয়া আনন্দের একটা কাঁপুনি হইতেছিল— আমি ভাবিয়াই আকুল হইতেছিলাম যে ব্রহ্মলোকে কি আশ্চর্য্য পদার্থই না জানি দেখিতে পাইব! এতদিন যে ব্রহ্মলোকের কথা শুনিয়া আসিতেছি, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া চক্ষুপ্রাণমন সমুদয় সার্থক করিতে পারিব!

৫০। ওঙ্কার সাধন।

ব্রহ্মলোকের দ্বারে অনেক বিষয় যাত্রীগণ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা না করিয়াও দূরানুভূতির দ্বারা জানিতে পারেন। যে সকল যাত্রী প্রবেশের অধিকারী বলিয়া মনে হইল, তাঁহাদের নিকটে দূরানুভূতির যোগে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, নদনদী পার অথবা মরুভূমি পার প্রভৃতি যত কষ্টই স্বীকার করিয়া ব্রহ্মলোকের তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হওনা কেন, জ্ঞানে ধ্যানে যিনি যতই শ্রেষ্ঠ হউন না

কেন, ওঙ্কার মন্ত্রে সিদ্ধ না হইলে ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করা বড়ই কঠিন—ওঙ্কার মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ না করিলে প্রবেশ করিতে না করিতেই তোরণদ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়—ব্রহ্মলোকের ভিতরে প্রবেশের পথে কেমন একটা বাধা আসিয়া পড়ে। দেখিলামও বটে, তোরণ-দ্বারের গগনস্পর্শী শিখরদেশে লেখা আছে—ওঁকারে নিরাকারে নির্ব্বিঘ্নং। আমি কালের অপেক্ষা না রাখিয়া প্রাণ ভরিয়া ওঁকার মন্ত্র জপ করিতে বসিলাম। এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে আমার যে কতকাল কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। সিদ্ধিলাভ হইতেই আমার অন্তরে তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইবার একটা আদেশ লাভ করিলাম বলিয়া উপলব্ধি হইল। আমিও তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম—উপস্থিত হইতেই

সকলেই আমাকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। উপস্থিত হইবামাত্র তোরণদ্বার খুলিয়া গেল—আমিও এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া আজ ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিলাম!

৫১। ব্রহ্মলোকে।

এ—কি! এ—কি!!—এ—কি—দেখি-তেছি! আমার আনন্দ যে অন্তরে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। এ—কি—তোমা-দের লোকে থাকিবার সময়েই যিনি আমার পুরাতন দেহবস্ত্র ধীরে ধীরে ছাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; যিনি আমার ঘোর বিপদের সময় মহাকষ্টের সময় মধ্যে মধ্যে চকিতের মত দেখা দিয়া আমাকে ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্য উৎসাহ দিয়াছিলেন—এ যে তিনিই! কি

অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে মহামহিমান্বিত সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি রাজরাজেশ্বর হইয়া বসিয়া আছেন! চতুর্দ্দিকে শত সহস্র দেবতারা তাঁহাকে ঘিরিয়া অহর্নিশি তাঁহার আরতি করিতেছেন। "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে", ঋষিদের এই প্রত্যক্ষ সত্য আজ আমিও প্রত্যক্ষ করিলাম! আমার জীবন ধন্য হইল। এখানে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি প্রভৃতির তেজ ব্রহ্মলোকের মালিকের অপূর্ব্ব তেজের নিকটে নিষ্প্রভ! তাই বোধ হয় এ রাজ্যে উহাদিগের স্থান নাই। এখানে প্রভাতের ক্ষীণ অরুণাভ আলোকের মত জ্যোতি সেই মালিক হইতে বিকশিত হইয়া চতুর্দ্দিক সমভাবেই নিত্যকাল আলোকিত করিতেছে। যে অনাহত নাদে দেবগণ তাঁহার স্তুতিগীত করিতেছিলেন, এক মুহূর্ত্তেরও

জন্য সে গানের বিরাম নাই। একদল গান করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, আর একদল আসিয়া প্রথম দলের গান ধরিয়া লইতেছেন। পরলোকের সেই প্রথম আত্মীয়ের নিকটে যখন ব্রহ্মলোকের পথের বিভীষিকাসকল শুনিয়া নিরাশায় ডুবিয়া যাইতেছিলাম, সেই সময় এই অনাহতনাদ সঙ্গীতেরই ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিমাত্র শুনিয়া আশান্বিতচিত্তে ব্রহ্ম-লোকে যাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। মনে হইল, ব্রহ্মলোকের মালিক যেন এই অনাহতনাদের সঙ্গীত দিনরাত শুনিতে বড়ই ভালবাসেন। যে সকল দেবতারা গান করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পিতৃদেবকেও দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। আমি যেন কি-এক মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলাম। আমি তাঁহার চরণবন্দনা

করিলে পর তিনি আমার মস্তকে হস্তার্পণ করত ব্রহ্মলোকে স্থায়ী অধিকার লাভের আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। একটী মজা দেখিলাম এই যে, এতগুলি দেবতা যে ব্রহ্মলোকের মালিকের স্তুতিগীত করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই অনুভব করিতেছেন যে মালিক একমাত্র তাঁহারই সম্মুখস্থ সিংহাসনে বসিয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন, অন্যান্য যত দেবতা সকলেই সেই মালিক হইতে দূরে আছেন। আমি ব্রহ্মলোকে নবাগত বলিয়া এই হাজার দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়াও মালিক বারেকের জন্য আমাকে দেখা দিয়া অল্প হাসিলেন। কিন্তু সেই হাসির মধ্যে কি আনন্দ, কি প্রাণমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য বিকশিত!

ব্রহ্মলোকের চারিদিকেই আনন্দহিল্লোল। তথাপি তোরণের পার্শ্ববর্ত্তী অক্ষয়ানন্দ সরো-

সত্ত্বে অবগাহন করিবার আদেশ লাভ করিলাম। তাহাতে অবগাহন করিয়া উঠিয়া দেখি,—যে দিকেই চক্ষু ফিরাই সেইদিকেই দেখি, ওঁকার মন্ত্র মূর্ত্তিমান হইয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দস্পর্শ দান করিতেছে! সমুদয় প্রাণমন আনন্দতরঙ্গে যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে—আনন্দের তড়িৎ আমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া অনুক্ষণ নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে! এখানে ব্রহ্মলোকের উপযুক্ত মন্ত্র সকল সমস্তক্ষণ প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠিতেছে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—সত্যং শিবং সুন্দরং—আনন্দরূপমমৃতং—এই সমস্ত মন্ত্র যখনই অন্তরে জাগিয়া উঠিতেছে, সঙ্গে সঙ্গেই দেখি যে সেগুলি মূর্ত্তিমান হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে—এ কি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমার মনপ্রাণ, আমার

অনন্ত জীবন আজ অবধি পবিত্র ও ধন্য হইয়া গেল। ক্ষুধাতৃষ্ণা কাহাকে বলে তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। সেই যে সূর্য্যলোক হইতে তেজোময় আবরণ পরিয়া ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহাও আপনিই খসিয়া গেল। যে শিবস্বরূপ আমাকে সমস্ত বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া এই ব্রহ্মলোকে আনিলেন, আমার সমুদয় জীবন তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই কয়েকটার মধ্যে অন্তত মোক্ষ পাইবার জন্য তাঁহার চরণে আছড়াইয়া পড়িয়া ভিক্ষা চাহিব—তাহাও দূর হইয়া গেল—আমার আর কোনই প্রার্থনা নাই—সমস্তই পূর্ণ—সমস্তই পূর্ণ—আমার জীবন মন যাহা কিছু আছে, তাহাও আজ পূর্ণ হইয়া গেল।

৫২। ইহলোকে প্রত্যাগমন।

ব্রহ্মলোকে কত কাল—কত সুদীর্ঘকাল কাটিয়া গেল তাহা জানি না। কত কাল পরে আমার প্রতি আদেশ আসিল—"বৎস, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। ভবিষ্যতে তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই পূর্ণ হইবে। এখন অবধি তুমি যে লোকে ইচ্ছা করিবে, কোন লোকেই যাইবার পথে বাধা পাইবে না। কিন্তু তুমি যে লোক হইতে এখানে আসিয়াছ, সেই লোকে তোমার কতকগুলি

কাজ বাকী আছে—সেইগুলি তোমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। সেই সকল কাজের মধ্যে একটী কাজ এই যে, তুমি সেই লোকে ফিরিয়া গিয়া ব্রহ্মলোকে আসিবার পথ বর্ণনা করিয়া যাত্রীদের পক্ষে উহা সুগম করিয়া তুলিবে। এখন অবধি তোমার নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলিবার অধিকার থাকিবে না। অভিমান অহঙ্কার সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া তোমার জীবন পরোপকারে উৎসর্গ করিতে হইবে। মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিও যে, অভিমান অহঙ্কার ব্রহ্মলোকের পথ নহে। নিশ্চয় জানিও যে পরোপকারের ভিতরেই আমি নিত্য অবস্থিতি করি—তুমিও সেই পরোপকারের ভিতরেই আমাকে নিত্য প্রত্যক্ষ করিবে। যাও—বৎস—তোমার পূর্ব্বলোকে কিছুদিনের জন্য ফিরিয়া যাও—

পরোপকারে জীবন উৎসর্গ কর। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক—তোমার আশাভরসা সফল হউক।”

এই আদেশ শুনিয়া ব্রহ্মলোকের মালিকের উদ্দেশে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করিয়া যথাযুক্ত স্থূল দেহ ধারণ করিয়া আবার তোমাদের এই ইহলোকে প্রত্যাগমন করিলাম। ওঁকারে নিরাকারে নির্ব্বিঘ্নং।

ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি হরি ওঁ।
